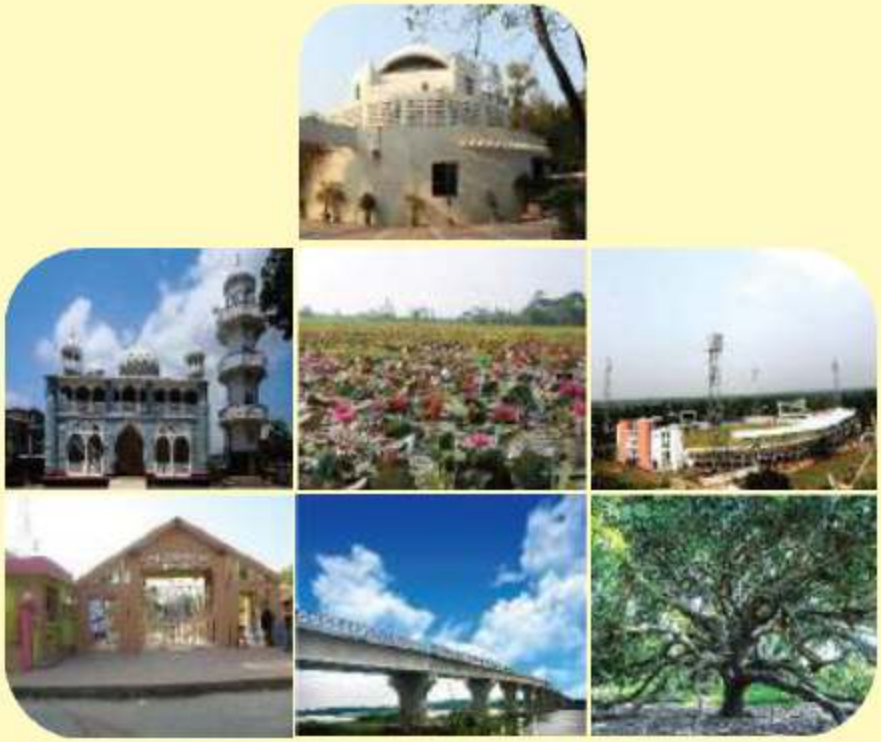

জাতির পিতার জন্মভূমি : গর্বিত গোপালগঞ্জ

Gopalganj: Home of Father of the Nation

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জ
District Administration, Gopalganj
www.gopalganj.gov.bd

Prime Minister's Office

জাতির পিতার জন্মভূমি : গর্বিত গোপালগঞ্জ

Gopalganj : Home of Father of the Nation

লোগোর ধারণা ঃ মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার
জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ

ট্যাগ লাইন ঃ মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার
জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ
মোঃ আ. জলিল
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), গোপালগঞ্জ

লোগো ডিজাইন ঃ ইমদাদুল হক ইমদাদ
সিএ টু ইউএনও, ঝিকরগাছা, যশোর

Idea of the logo : Mohammad Mukhlesur Rahman Sarker
Deputy Commissioner, Gopalganj

Tag Line : Mohammad Mukhlesur Rahman Sarker
Deputy Commissioner, Gopalganj
Md. A. Jalil
ADC (Education & ICT), Gopalganj

Logo Design : Imdadul Haque Imdad
CA to UNO, Jhikargacha, Jessore

জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Father of the Nation

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

Sheikh Hasina

Hon'ble Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh

দিক নির্দেশনায়
এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তত্ত্বাবধানে
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

উপদেষ্টা
মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার
জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ

সম্পাদনা
কালাচাঁদ সিংহ
উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার), গোপালগঞ্জ
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), গোপালগঞ্জ
শান্তি মনি চাকমা
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), গোপালগঞ্জ
মোঃ আঃ জলিল
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), গোপালগঞ্জ
আব্দুল্লাহ আল বাকী
AiZii³ †Rjv g¨wR‡÷U, †MvcvjMÄ

ইংরেজি অনুবাদ
ব্র্যান্ড বুক কমিটি
এবং
শান্তি মনি চাকমা
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), গোপালগঞ্জ
সৈয়দ মুনতাসির মামুন, পিএইচডি
পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মোঃ মাহবুব জামিল
সহকারী কমিশনার, গোপালগঞ্জ

তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন
মোঃ মাহবুব জামিল
সহকারী কমিশনার, গোপালগঞ্জ
†gvt bvwKe nvmvb Zid`vi
Dc‡Rjv wbevnx Awdmvi, Uz½xcvov, †MvcvjMÄ
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন
সহকারী কমিশনার, গোপালগঞ্জ

গ্রাফিক্স
মোঃ মাহবুব জামিল
সহকারী কমিশনার, গোপালগঞ্জ
সোহাইবুর রহমান সোহাগ
কালার সলিউশন, ঢাকা

কপিরাইট
জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জ
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ
কালার সলিউশন, ঢাকা
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা

প্রকাশকাল
০১ জানুয়ারি ২০১৮

মূল্য
৯৫০ (নয়শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র
২০ (বিশ) ইউএস ডলার মাত্র

Guidance
Access to Information (a2i)
Prime Minister's Office

Supervision
Cabinet Division

Advisor
Mohammad Mukhlesur Rahman Sarker
Deputy Commissioner, Gopalganj

Editors
Kalachand Sinha
DDLG, Gopalganj
Md. Jahangir Hossain
ADC (General), Gopalganj
Shanti Moni Chakma
ADC (Revenue), Gopalganj
Md. A. Jalil
ADC (Edu & ICT), Gopalganj
Abdullah Al Baki
Additional District Magistrate, Gopalganj

English Translation
Brand Book Committee
&
Shanti Moni Chakma
ADC (Revenue), Gopalganj
Syed Muntasir Mamun, PhD
Director, Ministry of Foreign Affairs
Md. Mahbub Jamil
Asstt. Commissioner, Gopalganj

Compilation
Md. Mahbub Jamil
Asstt. Commissioner, Gopalganj
Md. Nakib Hasan Tarafdar
Upazila Nirbahi Officer, Tungipara, Gopalganj
Md. Abdullah Al Mamun
Asstt. Commissioner, Gopalganj

Graphics
Md. Mahbub Jamil
Asstt. Commissioner, Gopalganj
Shohaiubur Rahman Shohagh
Color Solution, Dhaka.

Copyright
District Administration, Gopalganj
All rights reserved

Printed at
Color Solution, Dhaka
55/B, Purana Paltan, Dhaka

Date of Publication
01 January 2018

Price
BDT 950 (Nine hundred and fifty) only
US $ 20 (Twenty) only

সূচিপত্র / Contents

বাণী	০১	Message	01
ব্র্যান্ডিং লোগো ও ট্যাগ লাইন	০৯	Branding Logo & Tag Line	09
ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	১১	Implementation of Branding Initiave	11
আগামীর ভাবনা	১২	Future Plan	12
মানচিত্রে গোপালগঞ্জ	১৩	Map of Gopalganj	13
এক নজরে গোপালগঞ্জ	১৫	Gopalganj : At a Glance	15
বিবর্তনে গোপালগঞ্জ	১৭	History Of Gopalganj	17
বঙ্গবন্ধু : জীবন ও কর্ম	২০	Bangbandhu : Life & Work (Political Career)	20
বলাকৈড় পদ্মবিল	৫৫	Bolakoir Lotus Beel	55
মুকসুদপুরের ভাসমান বেদে পল্লী	৫৬	The Floating Nomad village of Muksudpur	56
শতবর্ষী আমগাছ	৫৭	Century old Mango tree	57
বর্ণি বাওড়	৫৮	Borni Baor	58
বাঘিয়ার বিল	৫৯	Baghiar Beel	59
গোপালগঞ্জের প্রাণচাঞ্চল্য ঃ মধুমতি লেক	৬০	The vivacious Modhumoti Lake	60
বর্ষাপাড়ার লাল শাপলা	৬১	Red Water lily of Barshapara	61
বিলরুট ক্যানেল	৬২	Beelroute Canal	62
উলপুর জমিদার বাড়ি	৬৩	Ulpur Zamindar Bari	63
কোর্ট মসজিদ	৬৪	Court Masjid	64
ঐতিহ্যবাহী নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি	৬৫	Historic Nazrul Public Library	65
গোপালগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ	৬৬	Boat Race: an age old Heritage of Gopalganj	66
বনগ্রাম জমিদার বাড়ি	৬৭	Bongram Zamindar Bari	67
উজানী জমিদার বাড়ি	৬৭	Uzani Zanindar Bari	67
ওড়াকান্দি ঠাকুর বাড়ি	৬৮	Orakandi Thakur Bari	68
বানিয়ার চর ক্যাথলিক চার্চ	৬৯	Baniyar Chor Catholic Church	69
কবি সুকান্তের পৈত্রিক ভিটা	৭০	The Ancastral Homestead of Poet Sukanta	70
শুকদেব আশ্রম	৭০	Sukdev Asram	70
ঐতিহ্যবাহী আড়পাড়া মুন্সীবাড়ি	৭১	Historic Arpara Munshi Bai	71
জয় বাংলা পুকুর (৭১ এর বধ্যভূমি ও স্মৃতিস্তম্ভ)	৭২	Joy Bangla Pukur (Mass killing Graveyard of 1971 and Memorial)	72
রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বাড়ি	৭৩	Home of Ramesh Chandra Majumder	73
জলির পাড়ের কাঁসা শিল্প	৭৪	Brass Industry of Jolirpar	74
জমিদার গিরিশ চন্দ্র সেনের বাড়ি	৭৫	House of land-lord Girish Chandra Sen	75
সম্ভাবনাময় কৃষি	৭৬	Potential Agriculture	76
দেশি মাছের অভয়ারণ্য	৭৭	Sanctuary of Indigenous Fish	77
শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ	৭৮	Sheikh Sayera Khatun Medical College	78
শেখ হাসিনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	৭৯	Sheikh Hasina Govt. Girl's High School & College	79
এস,এম (সীতানাথ মথুরানাথ) মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	৮০	S.M (Shitanath Mothuranath) Govt. Model High School	80
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৮১	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University	81
সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ	৮২	Govt. Bangabandhu College	82
বীনাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৮৩	Binapani Govt. Girl's High School	83
শেখ ফজিলাতুন্নেছা সরকারি মহিলা কলেজ	৮৪	Sheikh Fazilatunnesa Govt. Mahila College	84
আবাসন ও যোগাযোগ	৮৫	Hotel/Motel/Rest House & Communication	85
উন্নয়ন পরিক্রমা	৮৮	Development Activities	88

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এই পথ-পরিক্রমায় বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং দেশের প্রতিটি জেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ। আর এই লক্ষ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল জারি করেছে।

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হলো ব্র্যান্ড-বুক। জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে ব্র্যান্ড-বুকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জ ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়নে এই 'ব্র্যান্ড-বুক' কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২২.১১.১৭

মোহাম্মদ শফিউল আলম

Mohammad Shafiul Alam
Cabinet Secretary
Government of the People's Republic of Bangladesh

Message

Bangladesh is pacing firmly on the highway towards development with a vision to realize Sonar Bangla, the dream of our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman under the charismatic leadership of Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of Bangladesh. The country is determined to become a middle income nation by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041 in the course of materialization of the vision. Integrated efforts and initiatives along with appropriate flourishment of the economic prospects of each district are crucial for achieving the vision. In this context district branding is being implemented under the suppervision of Cabinet Division with the support of the a2i program of Prime Minister's Office. The Cabinet Division has already issued a strategy for proper planning and implementation of district-branding.

One of the most important aspects of district-branding is the brand-book. It is an important and effective tool for showcasing district-branding at home and abroad. I am absolutely delighted to know that Office of the Deputy Commissioner, Gopalganj is going to publish a brand-book with the support of a2i program. I believe this brand-book will play a pivotal role in depicting district-branding initiatives and implementation-operability. I would like to thank all officials concerned with the preparation of the book.

Mohammad Shafiul Alam

মোঃ নজিবুর রহমান
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকাশের বহুবিধ ক্ষেত্র রয়েছে যেমন: পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কোনো জনমুখী উদ্যোগ। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায় ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পর্যটনের সঙ্গে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনার বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ একযোগে কাজ করতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সবধরণের সহায়তা দিতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় বাংলাদেশের সকল জেলা ইতোমধ্যে তাদের ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয় নির্ধারণ, লোগো তৈরি এবং ত্রিবার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। জেলা-ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলাসমূহ যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনা। ব্র্যান্ড-বুকের পরবর্তী সংস্করণসমূহের জন্য এটি যেমন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে তেমনি জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবেও স্বীকৃত হবে।

একটি তথ্যসমৃদ্ধ ও নান্দনিক ব্র্যান্ড-বুক তৈরির জন্য আমি জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জ; এটুআই এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মোঃ নজিবুর রহমান

Md. Nojibur Rahman
Principal Secretary
Prime Minister's Office
Govt. of the People's Repablic of Bangladesh

Message

The mission of district branding is to achieve socio economic development through promoting the uniqueness and the potentials of each district. The districts have diverse potentials such as tourist sites, commercial products, famous foods, history and tradition as well as people's welfare-centric initiatives. District branding plays an important role in safeguarding and fostering history, tradition and culture of the districts, developing tourism industry, implementing 'one district one product' programme and identifying and preserving the geographical indications (GIs). One of the main objectives of district branding is to provide support in realizing the vision of the present government to become a middle income country by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041.

District-branding is closely linked with tourism. This initiative can play an important role in unleashing the potentials of tourism in Bangladesh. In this regard, all government and non-government organizations, including Cabinet Division, Ministry of Public Administration, Ministry of Civil Aviation and Tourism, Ministry of Cultural Affairs, Bangladesh Parjatan Corporation, Bangladesh Tourism Board can work together. The Prime Minister's Office can also provide all-out support.

All the districts have already selected their branding areas, developed logos and three-year work plan with the support of the a2i program of the Prime Minister's Office. One of the important initiatives of the district to promote district branding at home and abroad is the publication of Brand Book. This document will be a foundation for the future editions and at the same time will also be treated as a landmark publication in the history of district-branding.

I congratulate District Administration, Gopalganj; a2i and all concerned for publishing such an impressive and informative Brand Book and wish the district branding initiative all the success.

Md. Nojibur Rahman

কবির বিন আনোয়ার
মহাপরিচালক (প্রশাসন)
ও প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বাণী

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা এক একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্টমন্ডিত। কোন জেলার রয়েছে প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পসরা সাজানো, কোথাও বা লোকজ ঐতিহ্য কিংবা শিল্প-সাহিত্যে সমৃদ্ধ। আবার কোন জেলা কৃষিজ পণ্যের জন্যে বিখ্যাত, কোথাও বা মজাদার কোন খাবারের জন্য সুনাম কুড়ানো। দেশের প্রতিটি জেলার এ সকল বৈশিষ্ট্যকে শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয় বহি:র্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে আমাদের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধি আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিশ্ববাসীকে জানানোর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য 'জেলা ব্র্যান্ডিং' অনন্য ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন একটি উদ্যোগ ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে **'ডিজিটাল বাংলাদেশ'** তথা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এই রূপকল্পসমূহ অর্জনে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে এবং সফল করতে প্রতিটি জেলার জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের সার্বিক কার্যক্রমকে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপনের একটি অনন্য প্রয়াস হচ্ছে ব্র্যান্ড-বুক। এ ব্র্যান্ড বুক জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে যাঁরা ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন তাঁদের জন্য জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে। সে লক্ষ্যেই জেলা কমিটিকে এ বই প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও বিষয়সমূহ উপস্থাপনের ফলে বইটির ব্যবহারের পরিধি নিশ্চিতভাবে বেড়েছে।

আমি আশা করব ভবিষ্যতে এ জেলা ব্র্যান্ডিং বই এর নতুন নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হবে এবং ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে তুলে ধরতে তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জ; এটুআই এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট থেকে যাঁরা এ প্রকাশনাটি সম্পন্ন করেছেন আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কবির বিন আনোয়ার

Kabir Bin Anwar
Director General (Administration)
& Project Director, a2i Program
Prime Minister's Office

Message

Each and every district of Bangladesh possesses some unique features and potentialities. Some part of this land have elegant natural beauty while the other parts have historical archetypes and antiques. Also most parts of this land have abundancy of agri products with lot of fruits and crops. The folk arts and cultural heritages of this country have significant history and practice as well. All the unique features and characteristics of the every part of the country need to be flourished not only inside the country but also to the rest of the world to let everyone know about the Beautiful Bangladesh and to attract Foreign Direct Investment. In this perspective district branding is a unique approach.

Bangladesh has been pacing forward with significant progress in economic and social indicators led by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, to build 'Sonar Bangla', the dream of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The present government is committed to build 'Digital Bangladesh' by 2021 and a happy and prosperous country by 2041. To realize these visions, the government has taken up massive programs. As part of these programs to accelerate the momentum of development, the initiative of 'District Branding' has been undertaken by the a2i program of the Prime Minister's Office.

Brand-Book is a unique effort to impressively demonstrate the overall activities of district branding. This book will serve as a knowledge base for planning and implementing district-branding and for those who will be associated with this initiative later. For this reason, the district committee has been requested to publish this document. Bilingual feature of this book has certainly added extra advantage regarding its use. I expect, new editions of this book will be published in future and will play a crucial role in showcasing district branding at home and abroad.

My heartfelt thanks go to District Administration, Gopalganj; a2i and all who contributed to this significant publication.

Kabir Bin Anwar

কে এম আলী আজম
বিভাগীয় কমিশনার
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জাতিকে একটি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রথমবারের মত ঘোষণা করেছেন "রূপকল্প ২০২১"। ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জনহিতৈষী পদক্ষেপ, উন্নত রাষ্ট্রচিন্তা ও দক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আর এ অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় গৃহীত 'জেলা ব্র্যান্ডিং' একটি অন্যতম উদ্যোগ, যার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলার ইতিহাস/ ঐতিহ্য স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ সম্ভাবনাকে বিবেচনায় রেখে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে দেশীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেওয়া যাবে।

জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসন ব্র্যান্ডবুক প্রকাশ করছে জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত। গোপালগঞ্জ জেলার সবচেয়ে বড় পরিচয় এটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান। তাই জেলা ব্র্যান্ডিং-এ জেলার পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে 'জাতির পিতার জন্মভূমি: গর্বিত গোপালগঞ্জ' হিসেবে। এ ব্র্যান্ডবুক জাতির পিতার সুমহান আদর্শ, উন্নয়ন দর্শন, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশে বিদেশে এ জেলাকে পরিচয় করিয়ে দিবে মর্মে আমি আশা করি।

জেলা ব্র্যান্ডবুক তৈরির জন্য আমি এটুআই'সহ টিম গোপালগঞ্জের সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং এ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(কে এম আলী আজম)

K M Ali Azam
Divisional Commissioner
Dhaka Division, Dhaka

Message

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has taken initiatives to build happy and prosperous 'Sonar Bangla' (Golden Bangladesh) which the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman dreamt of. For the first time ever, she has announced " Vision 2021" in order to lead the nation to a desired goal. To build Bangladesh as a middle income country by 2021 and as a developed one by 2041, the present government being motivated by the spirit of the Liberation War is moving the country forward through philanthropic initiatives, pragmatic statesmanship and efficient economic management. For accelerating the development activities, district branding is one of the notable initiatives which has been taken under the supervision of Cabinet Division and with the help of a2i program of the Prime Minister's office. Through this district branding program, the national economy will be enriched by the collaborative effort of everyone involved, considering the history, heritage, tradition and distinct potential of a district.

I am really glad to know that the District Administration, Gopalganj is publishing a brand book. The most spectacular identity of Gopalganj is that it is the birthplace of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, That's why Gopalganj is proud to introduce itself as home of Father of the Nation. This brand book is expected to present Bangabandhu's great ideals, development philosophy, political farsightedness and his supreme sacrifice for the people and thereby introduce Gopalganj both at home and abroad.

I express heartfelt thanks of the a2i programme and Team Gopalganj for compiling the district brand book and I wish every success to their efforts.

(K M Ali Azam)

মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার
জেলা প্রশাসক
গোপালগঞ্জ

বাণী

জাতীয় মুক্তির ঐতিহাসিক সংগ্রামের অংশ হিসেবে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জনই ছিল এই ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য। লাখো শহীদের রক্ত স্রোত আর মায়ের অশ্রুধারায় বিশ্বের মানচিত্রে একটি নতুন দেশ আবির্ভূত হয়, যার নাম বাংলাদেশ। যে নেতার আজীবন লালিত স্বপ্ন এই স্বাধীন বাংলাদেশ, তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মধুমতি-বাঘিয়ার বিধৌত গোপালগঞ্জ জেলা এই মহান নেতার জন্মভূমি। তাই জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমে গোপালগঞ্জের স্লোগান **"জাতির পিতার জন্মভূমিঃ গর্বিত গোপালগঞ্জ"**।

আজন্ম প্রতিবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের প্রতিটি স্বাধিকার আন্দোলনে দূরদর্শী ও যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন। স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর বাঙালীকে হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো মন্ত্রমুগ্ধ করে টেনে এনেছেন ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বঙ্গবন্ধুর অবিনাশী এক তর্জনীর নির্দেশে মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঙালী জাতি, ছিনিয়ে এনেছে একটি লাল-সবুজের গর্বিত পতাকা; আর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর এজন্যই গোপালগঞ্জ জেলা ব্র্যান্ডিং-এ যুক্ত হয়েছে শ্লোগান- 'এক তর্জনীর নির্দেশ- স্বাধীন হল বাংলাদেশ।'

গোপালগঞ্জ জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো জাতির পিতার দূরদর্শী স্বপ্ন এবং অবিনাশী চেতনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে গোপালগঞ্জকে বিশ্বের সামনে পরিচিত করে তোলা এবং এ কার্যক্রম সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া। বিশ্বের নিপীড়িত অধিকারবঞ্চিত মানুষের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের নিরন্তর অনুপ্রেরণার পীঠস্থান হয়ে উঠবে গোপালগঞ্জ- এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ব্র্যান্ডবুক প্রণয়নের এ শ্রমসাধ্য কার্যক্রমে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও সীমাহীন কৃতজ্ঞতা।

মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার

Mohammad Mukhlesur Rahman Sarker
Deputy Commissioner
Gopalganj

Message

As a part of the historic movement for national emancipation. Bangladesh achieved independence in 1971 through a nine months bloody war. The main goal of this justified struggle was to achieve freedom in political, economic and cultural sector. At the cost of blood-stream of martyrs and tear of mothers a new country, named Bangladesh emerged in the world map. The leader who throughout his life dreamt this independent Bangladesh, is the greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Flown by the Madhumati & Bagahair, Gopalganj is the birthplace of this great leader. So Gopalganj district branding tag line is- "Gopalganj : Home of Father of the Nation".

An inborn protester and righteous person Sheikh Mujibur Rahman, played a visionary and revolutionary role in every movement for emancipation of the country. The Bangalees, sunk into the dream of independence, marched towards historic Suhrawardy Uddayan by the charm of his Hamilon's Piper like spell. With his thunder-storm-like vocal, he annouced, "This struggle is our struggle for emancipation. This struggle is the struggle for Independence". By the order of his immortal index finger, the Bangalees jumped into the struggle, and snatched the proud red-green flag and independent and soverign Bangladesh.

The goal of Gopalganj district branding endeavour is to make Gopalganj known to the world by implementing the visionary dream and immortal spirit of the Father of the Nation and spreading the same throughout the country. We strongly believe that Gopalganj will become the constant inspiring icon of the oppressed people of the world for righteous struggle.

I would like to express my sincere thanks and gratitude to the officers of the District Administration, Gopalganj and all others who have directly and indirectly offered their helping hand in this tiresome endeavour of brand book publication.

Mohammad Mukhlesur Rahman Sarker

ব্র্যান্ডিং লোগো ও ট্যাগ লাইন

Branding Logo & Tag Line

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের পতাকা ছিল সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত আর বৃত্তের মাঝখানে বাংলাদেশের মানচিত্র। তারই আদলে ব্র্যান্ডিং লোগোতে সবুজের মাঝখানে লাল বৃত্তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিনাশী তর্জনী দেওয়া হয়েছে। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ তৎকালীন রেস-কোর্স ময়দানে মুক্তি পাগল বাঙালীর সামনে বঙ্গবন্ধু তর্জনী উচিয়ে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এসেছিল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বিশ্বের বুকে স্থান করে নিয়েছিল বাংলাদেশ নামক স্বাধীন একটি দেশ। লোগোর লাল রঙ মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের মহান আত্মত্যাগ এবং সবুজ রঙ আবহমান বাংলার চিরায়ত রূপের বহিঃপ্রকাশ।

লোগোতে জাতির পিতার জন্মভূমি হিসেবে গর্বিত গোপালগঞ্জ জেলা, তাঁর অবিনাশী তর্জনীর নির্দেশে প্রাপ্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার আবহ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এজন্যই গোপালগঞ্জ জেলা ব্র্যান্ডিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন এবং তাঁর আদর্শকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া।

During the Liberation War of 1971, in the flag of Bangladesh there was a red circle at the center of green background and the map of Bangladesh was in the middle of the red circle. In the same way, the immortal index finger of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has been placed in the middle of the red circle surrounded by green circle in branding logo. Sticking out his index finger, Bangabandhu called for independence on 7th March 1971 in the Racecource Ground in front of freedom hungry Bangalees. With response to his call through 9 months long bloody war, we achived the desired independence. An independent country named Bangladesh emerged in the world. The red color of the logo is the expression of the great sacrifice of the heroes of the War of Liberation and the color of the green resembles the perpetual natural beauty of Bengal.

The logo describes Gopalganj as the proud birthplace of Father of the Nation and the independence of Bangladesh which we achived by the directives of his immortal index finger.

That is why Gopalganj district branding activities revolve around the implementation of unfinished dreams of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and spreading his ideology throughout the country.

ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

জাতির পিতার জন্মভূমি : গর্বিত গোপালগঞ্জ
Gopalganj : Home of Father of the Nation

বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার রূপকল্প-২০২১ এবং একটি সুখী সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে রূপকল্প-২০৪১ প্রণয়ন করেছে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। উল্লিখিত বিষয়গুলি অর্জনের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। এই উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য জেলা ব্র্যান্ডিং একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাই স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত। গোপালগঞ্জ জেলারও রয়েছে অনন্য ইতিহাস ও স্বাতন্ত্র্য। এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর অনন্যসাধারণ দেশপ্রেম, অসাধারণ বিচক্ষণতা ও আকর্ষণীয় বাগ্মিতা এদেশের মানুষকে স্বাধীনতার আন্দোলনে উজ্জীবিত করে, প্রেরণা যোগায় স্বাধিকারের, সাধ জাগায় মুক্তির। বাঙালীর জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বেরই সোনালী ফসল। তাঁর অবিনাশী তর্জনীর নির্দেশেই স্বাধীন হয়েছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। তাই গোপালগঞ্জ জেলার সবচেয়ে গৌরবময় স্মারক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে কারণেই গোপালগঞ্জ জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দূরদর্শী স্বপ্নের বাস্তবায়নকে ঘিরেই আবর্তিত।

Implementation of Branding Initiative

In order to make Bangladesh a middle income country, the present government drafted Vision 2021 and vision 2041 to build a happy prosperous Bangladesh and declared solidarity with the United Nation's Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. To achieve this target combined endevour is needed. District Branding is an important catalyst to implement this initiative. Every district of Bangladesh is unique in nature. Gopalganj district also has its historic uniqueness. The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the great architect of independence of Bangladesh, was born in this district. His outstanding patriotism, unprecedented prudence and remarkable eloquence revive the people of this country in the movement of independence, inspire for the self-determination and provide input for emancipation of Bangladesh. The best achievement in hiostry of the nation, indepedent Bangladesh, is the golden harvest of the visionary leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Our beloved motherland has emerged under the directives of his immortal index finger. So the most glorious icon of Gopalganj District is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Nation. That is why Gopalganj District Branding activities revolve around the implementation of visionary dream of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

আগামীর ভাবনা/Future Plan

- ❑ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত দপ্তরে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়নে জাতির পিতার নির্দেশনার বাস্তবায়ন;
- ❑ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন;
- ❑ প্রতি বছর বঙ্গবন্ধু মেলা আয়োজন;
- ❑ বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ সংস্কার ও যথাযোগ্য মর্যাদায় সংরক্ষণ;
- ❑ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথিতযশা লেখকদের রচনার সংকলন প্রকাশ;
- ❑ মালয়েশিয়ার "পুত্রজায়া"র আদলে গোপালগঞ্জে 'বঙ্গবন্ধু ক্যাপিটাল সিটি' স্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ❑ গোপালগঞ্জ জেলা ব্র্যান্ডিং উৎসব আয়োজন;
- ❑ গোপালগঞ্জ জেলার সকল সরকারি/বেসরকারি লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন;
- ❑ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন;
- ❑ গোপালগঞ্জ শহরের প্রবেশদ্বারসমূহে ব্র্যান্ডিং লোগো সম্বলিত তোরণ/ম্যুরাল স্থাপন;
- ❑ টুরিস্ট গাইড বুক তৈরি;
- ❑ টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধের সন্নিকটে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বিশিষ্ট হোটেল/ মোটেল/ রিসোর্ট নির্মাণ;
- ❑ বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন।

- ❑ Implementation of the directives of the Father of the Nation in developing the quality of service at Government, Non-government and private organizations;
- ❑ Establishing the best tourist destination of the Country at Tungipara, Gopalganj;
- ❑ To organize Bangabandhu Fair every year;
- ❑ To renovate and preserve places related to the memory of Bangabandhu with due dignity;
- ❑ Publication of books on life and works of Bangabandhu;
- ❑ Plan for establishing Bangabandhu Capital City in Gopalganj, like Putrojaya of Malaysia;
- ❑ To organize Gopalganj District Branding Festival;
- ❑ Intorducing Bangabandhu Corner in all Public/ Private libraries of Gopalganj;
- ❑ To establish Bangabandhu Corner in every educational institutions of the District;
- ❑ Building Gate & Mural with District Branding Logo at the various entrances of Gopalganj town;
- ❑ Publishig tourist Guide Book;
- ❑ To build Hotel/Motel/Resort with modern facilities near Bangabandhu Mausoleum at Tungipara;
- ❑ Establishment of Bangabandhu Research Institute.

মানচিত্রে গোপালগঞ্জ

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ, ২০১৪

Map of Gopalganj

Source : Bangladesh Statistics Year Book, 2014

এক নজরে গোপালগঞ্জ Gopalganj : At a Glance

০১. আয়তন : ১৪৮৪ বর্গ কি.মি.

০২. মোট জনসংখ্যা : ১২,১৮,৩১৯ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুসারে)

পুরুষ : ৬,০০,৫১৪ জন

মহিলা : ৬,১৭,৮০৫ জন

০৩. জনসংখ্যার ঘনত্ব : ৭৯৮ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে

(২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে)

০৪. সংসদীয় আসন সংখ্যা : ০৩ টি

গোপালগঞ্জ-১ (২১৪) => মুকসুদপুর, কাশিয়ানী (আংশিক)

গোপালগঞ্জ-২ (২১৫) => গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী (আংশিক)

গোপালগঞ্জ-৩ (২১৬) =>টুঙ্গিপাড়া, কোটালীপাড়া

০৫. প্রশাসনিক বিভাজন :

ক) উপজেলা : ০৫টি

১. টুঙ্গিপাড়া

২. গোপালগঞ্জ সদর

৩. কোটালীপাড়া

৪. মুকসুদপুর

৫. কাশিয়ানী

খ) পৌরসভা : ০৪টি

(টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ সদর, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর)

গ) ইউনিয়ন পরিষদ : ৬৮টি

ঘ) গ্রাম : ৯০৫টি

ঙ) মৌজা : ৬১৮টি

০৬. মোট জমির পরিমাণ : ১,৪৮,৬৪৮ হেক্টর

০৭. আবাদী জমির পরিমাণ : ১,১০,৯৫১ হেক্টর

০৮. মাথাপিছু জমির পরিমাণ : ০০.০৯ হেক্টর

০৯. হাট বাজার : ৮৯টি

১০. লঞ্চ/ট্রলার ঘাট : ২৭টি

১১. প্রধান ফসল : ধান, পাট, পিঁয়াজ, তৈলবীজ, ডাল ও গম, তরমুজ

১২. মৎস্য সম্পদ : কৈ, শিং, মাগুর, চাপিলা, কাচকি, রুই, কাতল, গনিয়া, কালবাউশ, পুটি, মলা, চেলা, বাঁশপাতা, আইর, গুলসা টেংরা, বজুরী টেংরা, ঘাউরা, কাজলি, বাছা, সিলেন্দা, খল্লা, তপসে, রয়না, শোল, গজার, টেপা, বাইন, খয়রা মাছ

01. Area : 1484 Square Km.

02. Population : 12,18,319 (according to census 2011)

Male : 6,00,514

Female : 6,17,805

03. Population Density: 798 Person/Sq Km.

(according to census 2011)

04. Parliamentary Seats : 03

Gopalganj-01 (214) : Muksudpur, Kashiani (Part)

Gopalganj-02 (215) : Gopalganj Sadar, Kashiani (Part)

Gopalganj-03 (216) : Tungipara, Kotalipara

05. Administative Division :

a) Upazila : 05

i) Tungipara

ii) Gopalganj Sadar

iii) Kotalipara

iv) Muksudpur

v) Kashiani

b) Municipality : 04

(Tungipara, Gopalganj Sadar. Kotalipara, Muksudpur)

c) Union Parishad : 68

d) Village : 905

e) Mouza : 618

06. Total Land : 1,48,648 Hector

07. Cultivable Land : 1,10,951 Hector

08. Amount of Land/Person : 00.09 Hector

09. Hat Bazar : 89

10. Launch Ghat : 27

11. Main Crops : Paddy, Jute, Onion, Pulses, Wheat, Melon

12. Fish Resources : Koi, Shing, Chapila, Rui, Katla, Bacha, Khoilsha, Gozar, Bain, Kalibaush, Puti, Tengra, Aayr, Royna

১৩. উল্লেখযোগ্য নদী :
মধুমতি, ঘাঘর , কুমার , বারাশিয়া
১৪. বাওড়/বিল : বর্ণি বাওড়, বাঘিয়ার বিল, চান্দার বিল
১৫. মৎস্য খামার : সরকারি: ১০ টি; বেসরকারিঃ ২ টি
১৬. পোল্ট্রি ফার্ম : ১৬৫টি (সরকারি ১টি; বেসরকারি ঃ ১৬৪টি)
১৭. প্রাথমিক বিদ্যালয় : ৮৫২ টি
১৮. মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ২৮২ টি
১৯. মাদ্রাসা : ৩৬টি
২০. মহাবিদ্যালয় : ২১ টি
২১. অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ৫টি
২২. সাক্ষরতার হার : ৫২%
২৩. হাসপাতাল : ০৮টি (সরকারি ০৬ টি, বেসরকারি ০২ টি)
২৪. জেলখানা : ০১টি
২৫. মেডিকেল কলেজ : ০১টি
শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ
২৬. বিশ্ববিদ্যালয় : ০১টি
(বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)
২৭. উল্লেখযোগ্য এনজিও : ব্র্যাক, সিডা, কেয়ার, প্রশিকা, আশা
কারিতাস, সিসিডিবি, মাদারীপুর লিগাল এইড, এসজিএস, ওয়ার্ল্ড ভিশন
২৮. উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান :
১. বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (BAPARD), কোটালীপাড়া
২. শহীদ শেখ জামাল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টুঙ্গিপাড়া
৩. শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, টুঙ্গিপাড়া
৪. বিজয় ভিআইপি রেস্ট হাউজ, টুঙ্গিপাড়া
৫. পর্যটন মোটেল, টুঙ্গিপাড়া
৬. ভিআইপি রেস্ট হাউস, কোটালীপাড়া
২৯. দর্শনীয় স্থান :
১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিসৌধ, টুঙ্গিপাড়া
২. ওড়াকান্দি ঠাকুর বাড়ী, কাশিয়ানী
৩. কবি সুকান্তের পৈতৃক ভিটা, কোটালীপাড়া
৪. বর্ষা পাড়া লাল শাপলার বিল, কোটালীপাড়া
৫. শতবর্ষী আমগাছ, কাশিয়ানী
৬. আড়পাড়া মুন্সী বাড়ি, গোপালগঞ্জ সদর
৩০. সার্কিট হাউস/ডাক বাংলো :
১। সার্কিট হাউজ : ১টি
২। ডাকবাংলো : ৫টি
৩। রেস্ট হাউজ : ৩ টি

13. Main Rivers :
Modhumati, Ghagor, Kumar, Barasia
14. Baor/Beel : Borni, Baghiar, Chanda
15. Fish Farm : Govt. 10; Private: 02
16. Poultry Farm : Total : 165 (Govt. 1; Private : 164)
17. Primary School : 852
18. High School : 282
19. Madrasa : 36
20. College : 21
21. Other educational institutions : 05
22. Literacy rate : 52%
23. Hospital : 08 (Govt. 06, Private : 02)
24. Jail : 01
25. Medical College : 01
Sheikh Sayera Khatun Medical College
26. University : 01
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman University of Science & Technology
27. NGO : BRAC, SIDA. CARE, PROSHIKA. ASHA, KARIKAS
CCDB, WORLD VISION, MADARIPUR LEAGAL AID, SGS
28. Important institutions :
i) Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation & Rural Development, Kotalipara
ii) Shahid Sheikh Jamal Youth Training Center, Tungipara
iii) Sheikh Russel Destitute Children Training and Rehabilitation Center, Tungipara
iv) Bijoy VIP Rest House, Tungipara
v) Parjatan Motel, Tungipara
vi) VIP Rest House, Kotalipara
29. Places of Interest :
i) Mausoleum of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Tungipara
ii) Orakandi Thakur Bari, Kashiani
iii) Ancestral House of Poet Sukanta. Kotalipara
iv) Barsha Para Red Water Lily Beel, Kotalipara
v) Century aged Mango tree, Kashiani
vi) Arpara Munshi Bari, Gopalganj Sadar
30. Circuit House / Dak Bungalow :
i) Circuit House : 01
ii) Dak Bungalow : 05
iii) Rest House : 03

বিবর্তনে গোপালগঞ্জ

History Of Gopalganj

মধুমতির কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে গোপালগঞ্জ এর সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অবকাঠামো। ব্রিটিশ শাসন আমলের পূর্বে এ এলাকাটি বঙ্গীয় সমতট অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) সময় গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর ছিল যশোর জেলার অন্তর্গত, আর বাকি অংশ ছিল ঢাকা জেলার সঙ্গে। ১৮০৭ সালে মুকসুদপুর থানা যশোর থেকে ফরিদপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। চন্দনা ও মধুমতি নদী যশোর ও ফরিদপুর জেলার মধ্যকার বিভক্তি রেখা হিসেবে পরিগণিত হয়। তখন গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এলাকা ছিল বিশাল জলাভূমি। এখানে নৌ-ডাকাতির প্রকোপ ছিল বেশি। তাই ১৮৫৪ সালে মাদারীপুরে একটি মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে মাদারীপুর অঞ্চল ছিল বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। ১৮৭২ সালে মাদারীপুর মহকুমায় গোপালগঞ্জ নামে একটি থানা গঠিত হয়। ১৮৭৩ সালে মাদারীপুর মহকুমাকে বাকেরগঞ্জ জেলা থেকে ফরিদপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

১৯০৫ সালে ফরিদপুর জেলা ছিল বাংলার আসাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ১৯১২ সালে এটি অবিভক্ত বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯০৯ সালে মাদারীপুর মহকুমাকে ভেঙ্গে গোপালগঞ্জ মহকুমা গঠন করা হয়। গোপালগঞ্জ এবং কোটালীপাড়া থানার সঙ্গে ফরিদপুর মহকুমার মুকসুদপুর থানাকে নবগঠিত গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গোপালগঞ্জ সদর থানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৭০ সালে কিন্তু এটি শহরে উন্নীত হয় আরও পরে। গোপালগঞ্জ মহকুমার প্রথম মহকুমা প্রশাসক ছিলেন জনাব সুরেস চন্দ্র সেন। ১৯১০ সালে মহকুমা অফিসারের বেঞ্চকোর্ট উন্নীত হয় ফৌজদারী কোর্টে। ১৯২৫ সালে সিভিল কোর্ট চালু হয়। ১৯০৯ সালে মহকুমা হওয়ার পর গোপালগঞ্জের আয়তনের কোন পরিবর্তন না হলেও এর থানা সংখ্যা ০৩ থেকে ০৫ এ উন্নীত হয়। ১৯৩৬ সালে মুকসুদপুর থানার অংশ থেকে কাশিয়ানী থানা গঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে গোপালগঞ্জ সদর থানাকে ভেঙ্গে টুঙ্গিপাড়া নামক নতুন একটি থানা গঠন করা হয়। ১৯৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গোপালগঞ্জ মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়। গোপালগঞ্জের প্রথম জেলা প্রশাসক ছিলেন জনাব এ. এফ. এম. এহিয়া চৌধুরী।

কলকাতার জ্ঞানবাজার নিবাসী প্রীতিরাম দাস ১৮০০ সালে অনুর্বর অসমতল মকিমপুর পরগনা (বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার আওতায়) জমিদারি উনিশ হাজার টাকায় ক্রয় করেন। তার দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্র দাস ১৮০৪ সালে মাহিষ্য বংশীয় মেয়ে রাসমনিকে বিয়ে করেন। জমিদার রাজচন্দ্র তাঁর স্ত্রী রাণী রাসমনি ও তাঁর বিবাহিত তিন মেয়েকে রেখে ১৮৩৬ সালের ৯ জুন মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে মারা যান। জমিদার রাজচন্দ্র ও রাসমনির কোন পুত্র সন্তান ছিলনা। চার কন্যার মধ্যে প্রথম কন্যা পদ্মমনির বিয়ে হয় রামচন্দ্রের সাথে। তাঁদের ছিল সাত জন সন্তান। প্রথম পুত্র মহেন্দ্র নাথ অকালে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে জীবিত বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র গনেশ জমিদার হন। খাটরা এস্টেটের

Civilization, culture and infrastructure of Gopalganj have flourished on the edge of the Madhumoti. Before the British reign, this region was under the Samatat territory of Bengal. During permanent settlement (1793), Muksudpur of present Gopalganj was under Jessore district and rest of the part was under Dhaka district. In 1807 Muksudpur Thana was separated from Jessore and included into Faridpur. The Chandana and Madhumoti river are considered the dividing lines between Jessore and Faridpur. The region of Gopalganj and Madaripur was like a huge marshy-land. Here robbery on boats happened frequently. Consequently in 1854, Madaripur was made a sub-division. Before that, Madaripur was under Bakerganj district. In 1872, a new thana was established in Madaripur Sub-division named as Gopalganj. In 1873, Madaripur Sub-division is separated from Bakerganj district and brought into Faridpur district.

In 1905, Faridpur district was under Asham- division of Bengal. In 1912, it was added to the territory of undivided Bengal. In 1909, Gopalganj Sub-division was established dividing Madaripur Sub-division. Muksudpur thana of Faridpur division as well as Gopalganj and Kotalipara thana was brought into the territory of newly established Gopalganj Sub-division. Gopalganj Sadar thana was established in 1870. But it was developed into town later on. The first S. D. O (Sub-divisional Officer) of Gopalganj Sub-division was Suresh Chandra Sen. The Bench-Court of Sub-divisional officer was upgraded to Criminal-Court in 1910. Civil-Court started in 1925. Though there was no territorial change of Gopalganj since it became a Sub-division in 1909, the number of its thana increased from three to five. In 1936 Kashiani thana was established from Muksudpur thana. In 1974 dividing Gopalgonj Sadar thana a new thana namely Tungipara was established. On 1st February 1984, Gopalganj Sub-division was upgraded into Gopalganj district. The first D.C/D.M of Gopalganj was Mr. A. F. M. Ahiya Chowdhury.

Pritiram Das living in Gyanbazar in Calcutta bought the Zamindari of barren bumpy Mukimpur Pargona for Nineteen Thousand taka in 1800. His second son, Rajchandra Das married Rashmoni, a girl of Mahisha family in 1804. Zamindar Rajchandra died on 9 June, 1836 only at the age of 49 leaving his wife Rani Rashmoni and three married daughters. Zamindar Rajchandra and Rashmoni had no son. Among their four daughters Padmamoni was married to Ramchandra. They had seven children. Their first son, Mahendra died prematurely. As a result, Gonesh, the eldest of the living sons became the Zamindar. With a view to show their respect to the queen, the people of Khatra State desired to change the name

প্রজারা রাণীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে খাটরা এস্টেটের রাজগঞ্জ বাজারের নাম পরিবর্তন করে রাণীর নাতি তথা গনেশের একমাত্র পুত্র নব গোপালের নামানুসারে রাখতে চান। নব গোপালের নামের "গোপাল" ও রাজগঞ্জের "গঞ্জ" এই মিলিয়ে গোপালগঞ্জ নামকরণ করা হয়।

গোপালগঞ্জ জেলা ০৫ টি উপজেলা, ০৪ টি পৌরসভা, ৬৮টি ইউনিয়ন এবং ৬১৮ টি মৌজা নিয়ে গঠিত। বর্তমানে জনাব মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার, গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত আছেন।

এ জেলার উত্তরে ফরিদপুর, দক্ষিণে পিরোজপুর ও বাগেরহাট, পূর্বে মাদারীপুর ও বরিশাল এবং পশ্চিমে নড়াইল জেলা অবস্থিত।

Rajganj bazar after the name of Nabo Gopal, the only son of Gonesh. 'Gopal' from Nobo Gopal and 'ganj' from Rajganj were mixed up to name Gopalganj.

Gopalganj district consists of 5 Upazilas, 4 Municipalities, 68 Unions and 618 Mouzas. At present, Mohammad Mukhlesur Rahman Sarkar is the Deputy Commissioner and District Magistrate of Gopalganj.

Faridpur is to the north, Pirojpur and Bagerhat are to the south. Madaripur and Barisal are to the east and Narail is to the west of this district.

বঙ্গবন্ধু : জীবন ও কর্ম

Bangabandhu : Life & Work (Political Career)

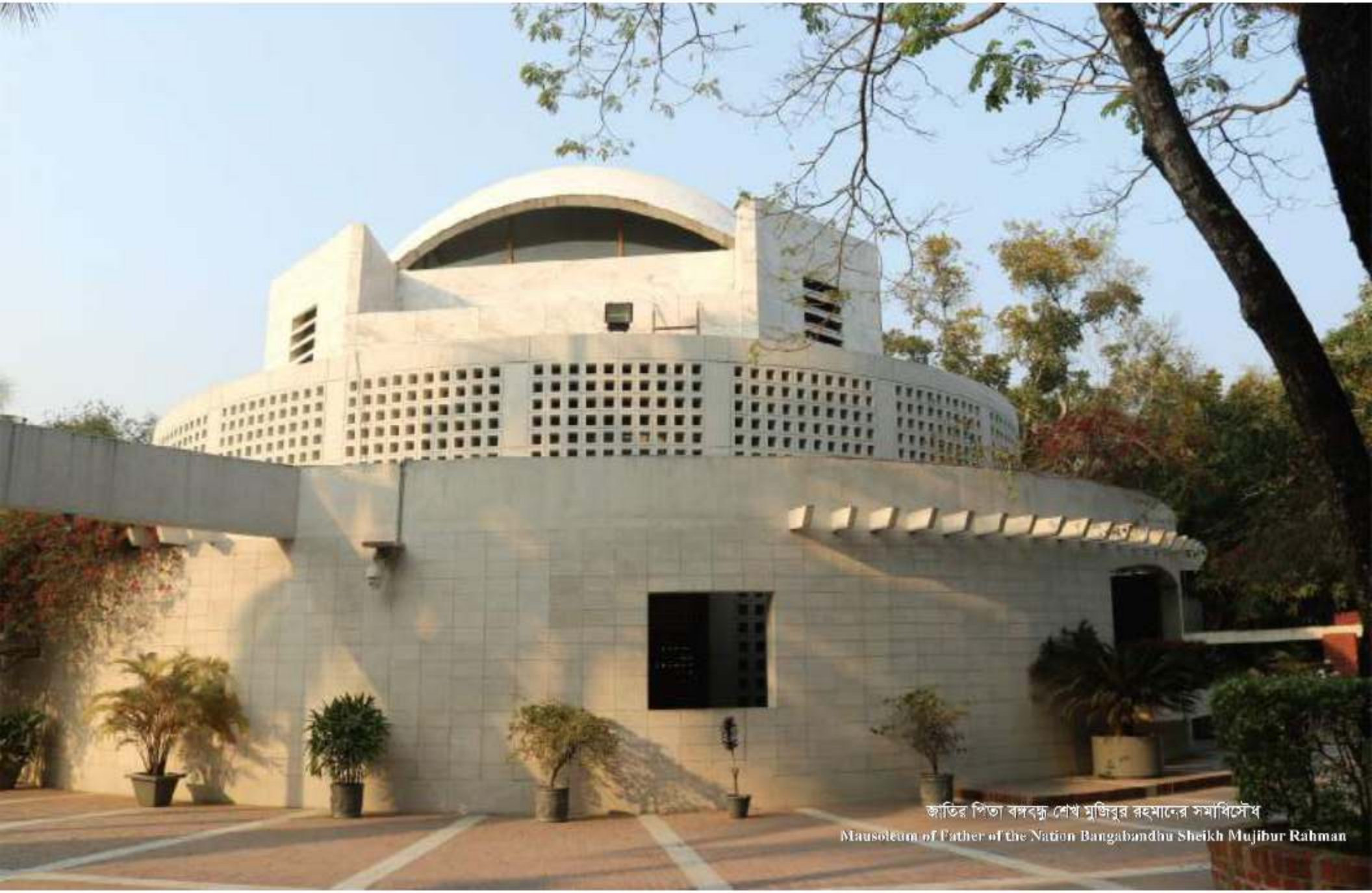

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ
Mausoleum of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন

জন্ম ও শৈশব (১৯২০-১৯৩৭)

তখন সময়টা ১৯২০ এর গোঁড়ার দিক। তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বাবা শেখ লুৎফর রহমান এবং মা শেখ সায়েরা খাতুনের কোল আলো করে জন্ম নেয় একটি শিশু, তার নাম রাখা হয় শেখ মুজিবুর রহমান। নিকটবর্তী গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শেখ মুজিবের পড়াশোনা শুরু হয়। দু'বছর পরে তিনি গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানেই ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। কিশোর মুজিবের চোখে জটিল রোগের কারণে সার্জারি করানো হয়। ফলে ১৯৩৪ থেকে চার বছর তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেননি। পরে তাঁকে ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জে মথুরানাথ ইন্সটিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়।

তরুণ মুজিব: মহান নেতৃত্বের শুভ সূচনা (১৯৩৮-১৯৪২)

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল মথুরানাথ ইন্সটিটিউট মিশন স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। ১৯৩৮ সালে স্কুলটি পরিদর্শনে এসেছিলেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ছাত্র শেখ মুজিব স্কুলের ছাদ সংস্কারের দাবিতে একটি দল নিয়ে তাদের পথরোধ করেন। এভাবেই মহান নেতৃত্বের শুভ সূচনা হয়। ১৯৪০ সালে যুবক শেখ মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তৎকালীন সমাজের প্রথা অনুযায়ী যুবক শেখ মুজিব আঠারো বছর বয়সে শেখ ফজিলাতুন্নেছার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ফজিলাতুন্নেছা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের সুখ-দুঃখের সাথী এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদাত্রী।

ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৪৩-১৯৪৮)

এন্ট্রান্স পাশ করার পর তরুণ শেখ মুজিব কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন। তিনি এ কলেজ থেকে সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং বাঙালী মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন। এখানে তাঁর ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। তিনি ১৯৪৩ সনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সনে শেখ মুজিব কলকাতায় বসবাসকারী ফরিদপুরবাসীদের নিয়ে গঠিত 'ফরিদপুর ডিসট্রিক্ট এসোসিয়েশন' এর সেক্রেটারি মনোনীত হন। এর দুই বছর পর

Glorious life of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Birth and Childhood (1920-1937)

It was the earlier period of 1920. A child was born to father, Sheikh Lutfar Rahman and mother, Sheikh Saira Khatun in the village of Tungipara of Patgati Union under Gopalganj sub-division in the then Faridpur district. The child was named Sheikh Mujibur Rahman. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman started his primary education at the local Gimadanga Primary School. After two years, he was enrolled at Gopalganj Public School and studied there till 1934. Mujib, as an adolescent boy had to undergo eye surgery due to a critical problem in his eyes. So, he could not continue his studies from 1934 to 1937. Later, in 1937, he was enrolled in class seven at Mathuranath Institute Mission School of Gopalganj.

Young Mujib : Auspicious beginning of great leadership (1938-1942)

The political career of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman started when he was a student of Mathuranath Institute Mission School. In 1938, the then Chief Minister, Sher- E- Bangla A. K. Fazlul Haque and Huseyn Shaheed Suhrawardy came to visit the school. Sheikh Mujib, a student of this school with a group of people, blocked their way to demand the repairing of the damaged roof. Thus, a great leader emerged. In 1940, young Sheikh Mujib joined "All India Muslim Students' Federation". Later, he passed Matriculation Examination from Gopalganj Missionary school in 1942. According to the customs of the then society, Young Mujib married Sheikh Fazilatunnesa at the age of 18. Fazilatunnessa was the life partner throughout the joys and sorrows in struggling political career of Bangabandu Sheikh Mujibur Rahman and an important counsellor as well.

Student leader Sheikh Mujibur Rahman (1943-1948)

After passing Entrance Examination, young Sheikh Mujib got himself admitted into Kolkata Islamia College to study Law. He started active student politics from this college. In 1943, he joined 'Bengal Muslim League' and came close to Bengali Muslim leader. Hossain Shaheed Suhrawardy. At that time, Sheikh Mujib's prime objective behind his student politics was to establish a muslim state named Pakistan. He became a councillor of Bengal Muslim League in 1943. In 1944, Sheikh Mujib was elected the secretary of " Faridpur District Association' formed by the people of Faridpur living in Kolkata. After two years, he became the General Secretary of 'Islamia

ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে অর্থাৎ দেশ বিভাগের বছর মুজিব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাওয়ার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি ৪ তারিখে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, যার মাধ্যমে তিনি উক্ত প্রদেশের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতায় পরিণত হন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভাষা ও স্বাধিকার সংগ্রামী শেখ মুজিবুর রহমান: (১৯৪৮-১৯৫৪)

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'-জিন্নাহ'র এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি মাত্র ২৯ বছর বয়সে কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও তৎপরতার কারণে তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের জেনারেল সেক্রেটারি (সাধারণ সম্পাদক) নির্বাচিত হন। একই বছরের ১৪ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অন্যান্য দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ টি আসনের মধ্যে ২২৩ টিতে বিপুল ব্যবধানে বিজয় অর্জন করে, যার মধ্যে ১৪৩ টি আসনই আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ আসনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন। তাঁকে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু অচিরেই কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়।

স্বায়ত্তশাসন ও শেখ মুজিবুর রহমান: (১৯৫৫-১৯৫৮)

১৯৫৫ সালের ৫ জুন শেখ মুজিব আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৭ জুন পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে তিনি ২১ দফা দাবি পেশ করেন, যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের এক বিশেষ অধিবেশনে দলকে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। আইন পরিষদের সদস্য শেখ মুজিব পরবর্তীতে কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিয়ে একযোগে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দলের জন্য সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করার তাগিদে ১৯৫৭ সালে ৩০ মে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা দেশে সামরিক আইন জারি করে সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা

College Students' Union'. In 1947, during the partition of India, Sheikh Mujib obtained his B.A. (Bachelor of Arts) degree from Islamia College under Kolkata University. In 1947, after the separation of British India, Sheikh Mujib came to East Pakistan and got himself admitted into the Dept. of Law at Dhaka University. He founded 'East Pakistan Muslim Chhatra League' on 4 January, 1948 and thus he became a great student leader in this province. Afterwards, 'East Pakistan Muslim Chhatra League' played a prominent role in the liberation war of Bangladesh.

Indomitable leader, Sheikh Mujibur Rahman fighting for language and people's right (1948-1954)

In 1948, after the partition of India, Muhammad Ali Jinnah announced, "Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan". After this declaration, Sheikh Mujib launched strong student protest to establish Bangla as one of the State Languages. On 23 June, 1949 'Awami Muslim League' was established and he was elected Joint -Secretary of the Central Committee of Awami Muslim League only at the age of 29. Because of his political wisdom and promptness, he was elected Secretary General of 'East Pakistan Awami Muslim League' on 9 July,1953. On 14 November, 1953 a decision was taken to form "United Front" for taking part in the general election. A general election was held on 10 March, 1954. In this election, United Front, achieved a great victory by securing 223 seats out of 237 seats. Awami League secured 143 seats. Among them Sheikh Mujib achieved a great victory in Gopalganj Constituency. He defeated his rival candidate by a wide margin. Then, Sheikh Mujib took the charge of Agriculture and Forest Ministry. But the Central Government dismissed the United Front Government arbitrarily.

Autonomy and Sheikh Mujibur Rahman (1955-1958)

On 5 June, 1955, Sheikh Mujib became a member of legislative assembly .He put forward 21 -point program on 17 June, 1955 during a conference in Paltan Maidan demanding autonomy for East Pakistan. At a council session of 'Awami Muslim League', the word 'Muslim' was dropped unanimously from its name to make the party a secular one. Sheikh Mujib was elected Secretary General of Awami League in 1953. As a member of legislative assembly, he joined Coalition Government and became the Minister for Industries, Commerce, Labour, Anti-Corruption and Village-Aid. But he resigned from the cabinet on 30 May, 1957 so that he could spend more time for his party. On 7 October, 1958, the then president of Pakistan, Major General Iskandar Mirza promulgated martial law and banned all types of political activities. The Chief of Pakistan Army Ayub Khan

করেন। মাত্র ২০ দিনের ব্যবধানে ২৭ অক্টোবর মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জাকে সরিয়ে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। এই বছরেরই ১১ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান: (১৯৫৮-১৯৬৫)

আইয়ুব খান কর্তৃক সকল ধরনের রাজনৈতিক KgK\Û নিষিদ্ধ ঘোষণা করার প্রেক্ষাপটে শুরু হয় গুপ্ত রাজনৈতিক তৎপরতা। অন্যান্য ছাত্রনেতাদের নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান গোপনে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করা। সেনা শাসক আইয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেসি প্ল্যান, সামরিক শাসন এবং এক-ইউনিট পদ্ধতির বিরোধী নেতাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন শেখ মুজিব। ষাটের দশকের মধ্যভাগে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করে তাঁর জনমুখী রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে তিনি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রধান রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হন।

ছয় দফা দাবি: (১৯৬৬)

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন যাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা বর্ণিত হয়েছিল। শেখ মুজিব এই দাবিকে "আমাদের বাঁচার দাবী" শিরোনামে প্রচার করেছিলেন। এই দাবির মূল বিষয় ছিল একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত পাকিস্তানী ফেডারেশনে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। এই দাবি সম্মেলনের পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্যোক্তারা প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ কারণে তিনি উক্ত সম্মেলন বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। তাঁর ছয় দফা দাবির সমর্থনে পূর্ব-বাংলায় ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে উঠে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা: (১৯৬৮)

সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক হয়ে দুই বছর জেলে থাকার পর ১৯৬৮ সালের প্রথমদিকে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব এবং আরও ৩৪ জন বাঙালী সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবসহ এই কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এতে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামী করা হয় এবং তাঁকে পাকিস্তান ভাগের এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অভিযুক্ত সকল আসামীকে ঢাকা সেনানিবাসে অন্তরীণ রাখা হয়। এই মামলাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে সর্বস্তরের মানুষ শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসে।

captured power and ousted Iskandar Mirza within only 20 days. Sheikh Mujib was arrested on 11 October, 1958.

Chief leader of East Pakistan- Sheikh Mujibur Rahman (1958-1965)

Secret political activities started in the backdrop of the announcement of banning all political activities by Ayub Khan. Sheikh Mujibur Rahman along with other student leaders formed an association secretly named ' Swadhin Bangla Biplobi Parishad' in order to work for the independence. Sheikh Mujibur Rahman was the prime leader opposing military leader Ayub Khan's basic democracy plan, martial law and one-unit system. During the period of 1960s, Sheikh Mujibur Rahman revived Awami League and became an influential political leader of the then East Pakistan, due to his pro-people political initiatives.

6-Point Movement (1966)

A national conference of opposition parties was held in Lahore on 5 January, 1966. Sheikh Mujib put forward the historic 6-point demands in that conference in which he drew an outline of autonomous government in East Pakistan. Sheikh Mujib called this 'Our Charter of Survival'. The main point was to establish autonomous government in East Pakistan in a Pakistan Federation with a weak central government. The West Pakistan leaders of this conference rejected the demand and denounced Sheikh Mujibur Rahman as a separatist. So, he left that conference and came back to East Pakistan. A mass upsurge rose in the then East Pakistan supporting the 6-point demands of Sheikh Mujibur Rahman.

Agartala Conspiracy Case (1968)

Sheikh Mujibur Rahman was arrested by the Pakistan Army on the issue of 6-point demands. After two years confinement in the Jail, Pakistan Govt. filed a case against Sheikh Mujib along with 34 military and civil officers which is known as the Agartala Conspiracy Case. It was alluded in this case that Sheikh Mujib along with the accused officers made a conspiracy scheme to divide Pakistan in a meeting with Indian government and the meeting took place in Agartala, Capital of the Indian state of Tripura. Sheikh Mujib was described as the prime conspirator of dividing Pakistan. All the accused were confined in Dhaka Cantonment. Terming the case as false, people of all walks of life started agitation and demanded the immediate release of Sheikh Mujib and other accused persons.

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান: শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৬৯)

ঢাকা সেনানিবাসে আগরতলা মামলার বিচারকার্য চলাকালীন ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি ৫ তারিখে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগার দফা দাবি পেশ করে যার মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সবগুলো দফাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি গৃহিত হয়। এই সংগ্রাম এক সময় তীব্র গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। এই গণ আন্দোলনই "উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান" নামে পরিচিত। মাসব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের মুখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেন। এর সাথে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করে। লাখো জনতার এই সম্মেলনে শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ঘোষণা: (১৯৬৯)

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত হবে।

বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার ফলে সারা দেশে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ এবং সামরিক কর্তারা তাঁকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে অভিহিত করতে শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাঙালী সংস্কৃতি ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং কার্যত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বায়ত্তশাসনের নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। ২৫শে মার্চের রাতে বাঙালীর অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায় পাকিস্তানী জান্তা। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে গ্রেফতারের পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১

Mass Upheaval of 1969: From Sheikh Mujib to Bangabandhu

During the trial of Agartala Conspiricy Case at Dhaka Cantonment, the Central Students' Action Council put forward 11-point demands on 5 January, 1969 that included the 6 point demands of Sheikh Mujib. The Council took the decision to initiate a countrywide student agitation to force the government to withdraw the Agartala Conspiracy Case. This agitation gradually led to the Mass-upheaval of 1969. After months of protest, strikes and agitation, Ayub Khan, the then president of Pakistan withdrew the so-called Agartala Conspiracy Case. Sheikh Mujib and all other co-accused were released. The Central Students' Action Council arranged a reception in honour of Sheikh Mujibur Rahman on 23 February, 1969 at the Racecourse Ground (At present- Suhrawardy Uddyan) in Dhaka. At this meeting of about one million people, Sheikh Mujib was publicly acclaimed as 'Bangabandhu' (Friend of Bengal).

The Declaration of Bangladesh (1969)

On 5 December, 1969 Sheikh Mujib made a declaration at a public meeting held to observe the death anniversary of Hossain Shaheed Suhrawardy that henceforth East Pakistan would be called "Bangladesh". Bangabandhu's declaration heightened tensions across the country. The West Pakistani politicians and the military officers began to describe him as a separatist leader. His assertion of Bangalee culture and ethnic identity added a new dimension on the debate over regional autonomy. Bangabandhu Sheikh Mujib was able to gain support throughout East Pakistan and in fact, he became one of the most influential leaders of Indian Sub-continent.

In the general election of 1970, Awami League under Bangabandhu Sheikh Mujib's leadership achieved a massive victory. The result of this election created polarization between the two factions of Pakistan. The leader of the largest political party of West Pakistan Zulfiquar Ali Bhutto vehemently opposed Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's demand of greater autonomy. It was on 7 March, 1971 that Bangabandhu Sheikh Mujib called for independence and asked the people to launch a major campaign of civil disobedience. Pakistani President Yahya Khan banned Awami League and ordered the Army to arrest Bangabandhu Sheikh Mujib and other leaders. Pakistani Military launched Operation Searchlight on 25 March,1971 to curb the political and civil unrest. On the night of 25 March, Pakistani junta arrested the undisputed leader of Bangalee Sheikh Mujibur Rahman and took him to West Pakistan Before the arrest, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in his

সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় বলেন "এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক"। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা বাংলার জনমানুষের অংশগ্রহণে শুরু হয় মুক্তির জন্য যুদ্ধ- আমাদের গর্বের মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা: (১৯৭১)

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিচালিত অভিযান অল্প সময়ের মধ্যেই হিংস্রতা ও তীব্র রক্তপাতে রূপ নেয়। রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালী বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করে। শহীদ হয় লাখো মানুষ, নির্যাতিত হয় ব্যাপক সংখ্যক বাঙালী নারী। সামরিক অভিযানের কারণে সারা বছরজুড়ে অসংখ্য বাঙালী সীমান্ত অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দ ভারতে তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করে। বাংলার দামাল ছেলেদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তান বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে। পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এক দেশ-স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তি দেয়। এরপর তিনি লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু: (১৯৭১-১৯৭৫)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশেরপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বগ্রহণ করেন। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় বাংলাদেশে ৬০ লাখ ঘরবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ২৪ লাখ কৃষক পরিবারের কাছে জমি চাষের মতো গরু বা উপকরণও নেই। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্য প্রায় সকল রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ওআইসি, জাতিসংঘ ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর অন্তবর্তী সংসদকে একটি নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন এবং চারটি মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ঘোষণা করেন যা মুজিববাদ নামেও পরিচিত। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয়। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও কুটির শিল্প উন্নয়নে অগ্রাধিকারমূলক সরকারি অর্থ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়া হয়।

declaration of independence on 26 March, 1971 said. "This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved". Responding to the call of Bangabandhu, people of all walks of life took part in the liberation war-the war of our pride.

Liberation war, Bangabandhu and Independence (1971)

The Military operation of Pakistan Army turned into severe violence and bloodshed in a short time. With the help of the Rajakars, Pakistan Army killed Bangalee intellectuals, politicians, and student leaders. Millions of people were martyred. Innumerable Bangalee women were raped. Due to military operation, many people of this land crossed the border and took shelter in West Bengal, Assam and Tripura. The members of Awami League under the leadership of Tajuddin Ahmed formed the government of Bangladesh in neighbouring India. The indomitable youth of Bangladesh fought valiantly and thus they defeated the occupation forces of Pakistan. Eventually, Pakistan Army surrendered to the allied forces made of Mukti Bahini and Indian Army on 16 December, 1971. A new nation was born raising its head high independent and sovereign Bangladesh. Pakistani Government compelled to free Bangabandhu on 8 January, 1972. Then He went to London and came back to Bangladesh on 10 January, 1972.

Statesman Bangabandhu (1971-1975)

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman became the Prime Minister of war-torn country. It was published in the western media that 6,000,000 homes of Bangladesh were destroyed during the war and 24 lakh farmers had no cow or other tools to plough the land. After achieving recognition from major countries, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman took initiatives to achieve the membership of OIC, United Nations and Non-Aligned Movement. Bangabandhu made a committee of 34 members to draft a new constitution. In this constitution, there were four major principles i.e nationalism, secularism, democracy and socialism. The new Constitution was made effective on 16 December 1972. In 1973, first 'Five -Year- Developement Plan' was prepared emphasizing the sectors like agriculture, rural infrastructure and cottage industry.

শোকাবহ ১৫ আগস্ট: (১৯৭৫)

বঙ্গবন্ধুর জনকল্যাণমুখী ও রাজনৈতিক দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ যখন বিশ্ব মানচিত্রে একটি মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে যাচ্ছে তখন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাঁর পরিবার এবং তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের হত্যা করে। কেবল তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে অবস্থান করার কারণে বেঁচে যান। ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ তারিখে শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমেদ এর সরকার ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ জারি করেন। জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে তার বৈধতা দেয়া হয় যা ১২ আগস্ট, ১৯৯৬ তারিখে সংসদে রহিত করা হয়। এর ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় এবং ইতোমধ্যে ৫ অভিযুক্তর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

ঘাতকচক্র ভেবেছিল ব্যক্তি মুজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে তাঁকে বাঙালী জাতির মন থেকে মুছে ফেলা যাবে। কিন্তু ঘাতকের দল জানে না, ব্যক্তি মুজিবকে হয়তো হত্যা করা যায় কিন্তু তার অবিনাশী চেতনা ও আদর্শ আজও বাঙালী জাতির হৃদয়পটে জাজ্বল্যমান এবং তা যুগের পর যুগ বিদ্যমান থাকবে।

Mournful 15 August (1975)

When Bangladesh started to raise its head as a dignified country due to Bangabandhu's people-oriented and fare-sighted leadership a group of treacherous army men killed Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the members of his family and his personal staffs. Only his two daughters- Sheikh Hasina and Sheikh Rehana survived from the attack because they were staying in Germany at that time. On 26 September, 1975 Khondaker Mostaq Ahmad signed the Indemnity Ordinance prohibiting the trial of Bangabandhu's killing. Afterwards, during the tenure of Ziaur Rahman, this Indemnity Ordinance was given legitimacy in the 5th Amendment of the Constitution. On 12 August, 1996 the Indemnity Ordinance was repealed in the parliament. Ultimately the trial of killing of Bangbandhu Sheikh Mujibur Rahman was done and already five culprits were executed.

The brutal killers of Bangabandhu thought that by killing him, they would be able to efface him from the memory of Bangalees. But they did not know that Mujib, a person may be killed but his imperishable spirt ideology are not effaceable. His ideals are still cherished by the people of Bangladesh and this will continue ages after ages.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি
Place of eternal rest of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
FATHER OF THE NATION
BANGABANDHU
SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
Birth: Wednesday
4th Chaitra, 1326 BS
17th March, 1920
25th Jamadius Sani 1338 Hijri
Martyred: Friday
29th Sraban, 1382 BS
15th August, 1975
7th Shaban, 1395 Hijri

বঙ্গবন্ধুর শৈশবের বিদ্যানিকেতন গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (বর্তমান অবস্থা)
Gimadanga Tungipara Govt. High School (present status)

বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সের মূল ফটক | Main Entrance Of the Mausoleum of Father of the Nation

জাতির পিতার বাল্যকালের খেলার মাঠ | Childhood playground of Father of the Nation

জাতির পিতার পরিবারের ঐতিহাসিক ছোট তালাব
Historic Small Pond of the family of Father of the Nation

জাতির পিতার পরিবারের ঐতিহাসিক আদি বাড়ি | Historic old home of the Father of the Nation

বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাড়ি
House built by Sheikh Lutfur Rahman, father of Bangabandhu

জাতির পিতার পরিবারের ব্যবহৃত বড় তালাব (পুকুর) | Big Pond of the family of Father of the Nation

জাতির পিতার সমাধিসৌধের সুদৃশ্য লাইব্রেরির খন্ডিত অংশের চিত্র
Partial picture of beautiful library of Mausoleum of the Father of the Nation

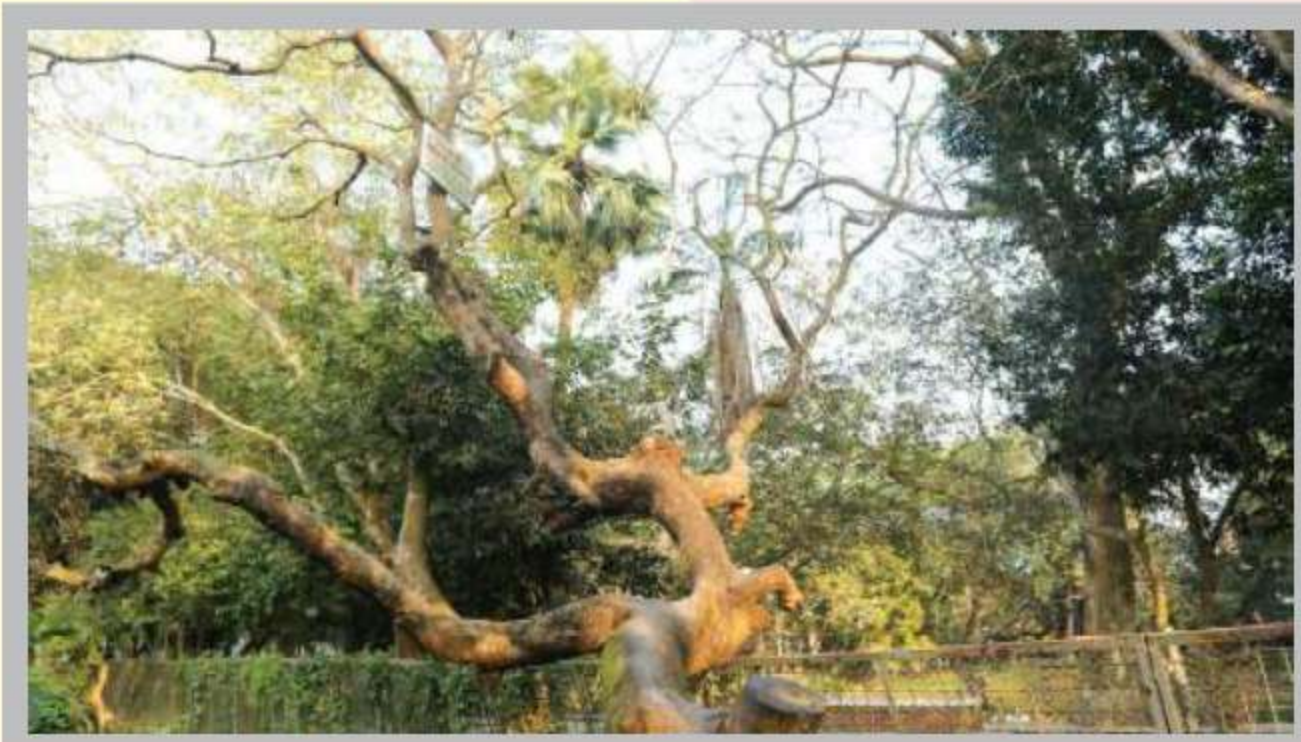

বঙ্গবন্ধুর প্রিয় সেই বালিশা আমগাছ যা আজও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথিত আছে বঙ্গবন্ধু এই গাছের ডাল পালাতে দুরন্তপনায় মেতে উঠতেন। পাশেই ছিল তার প্রিয় খেলার মাঠ।

Bangabandhu's favorite Balisha mango tree which is still standing as an evidence of time.
It is said that Bangabandhu used to play on the branches of the tree. His favourite playground was just adjacent to it.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত বাঘিয়ার নদী।
এই নদীর ঘাটেই তিনি রকেট স্টীমারযোগে নামতেন এবং বাল্যকালে নৌযোগে যাতায়াত করতেন।

The Baghiar river with which Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had childhood memories. On this river, he used to go on rocket steamer and travel by boat during childhood.

বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা শেখ সায়েরা খাতুন এর অন্তিম শয্যা
Place of eternal rest of Bangbandhu's Parents Sheikh Lutfur Rahman & Sheikh Sayera Khatun

সমাধিসৌধ যাদুঘরের দ্বিতীয় তলায় রক্ষিত আছে বঙ্গবন্ধুর কফিন
Coffin of Bangbandhu at 1st Floor at the Museum of the Mausoleum

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত জেলা পরিষদ ভবন। বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়া এলে নেতা কর্মীদের নিয়ে এখানে মিটিং করতেন। বর্তমানে এটি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পুলিশ ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

District Council Building where Bangabandhu used to attend meeting with the leaders during his stay at Tungipara. Now it is used as Bangabandhu Memorial Police House.

১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত শেখ পরিবারের ঐতিহাসিক মসজিদ (সংস্কারের পর বর্তমান অবস্থা)

Historic Mosque of the Sheikh Family founded in 1884. (present status after renovation)

ঐতিহাসিক হিজল তলা (এই ঘাটে জাতির পিতা শৈশবে গোসল করতেন)
Historic Hijal Tala where Bangbandhu used to take bath in his chilhood

ঐতিহাসিক কোর্ট মসজিদ মোড়। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শের-এ-বাংলা এ.কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৩৮ সালে মথুনারাথ ইনষ্টিটিউট মিশন স্কুল পরিদর্শনকালে স্কুল ছাত্র শেখ মুজিব হোস্টেল ছাদ সংস্কারের দাবীতে এখানে তাদের পথ রোধ করেন।
Historic Court Mosque Moore. In 1938 during the inspection of Mathuranath Institute Mission School the then Chief Minister Sher-E-Bangla A.K. Fazlul Haque and Huseyn Shaheed Suhrawardy were stopped here by student Sheikh Mujib demanding the repairing of the damaged hostel roof.

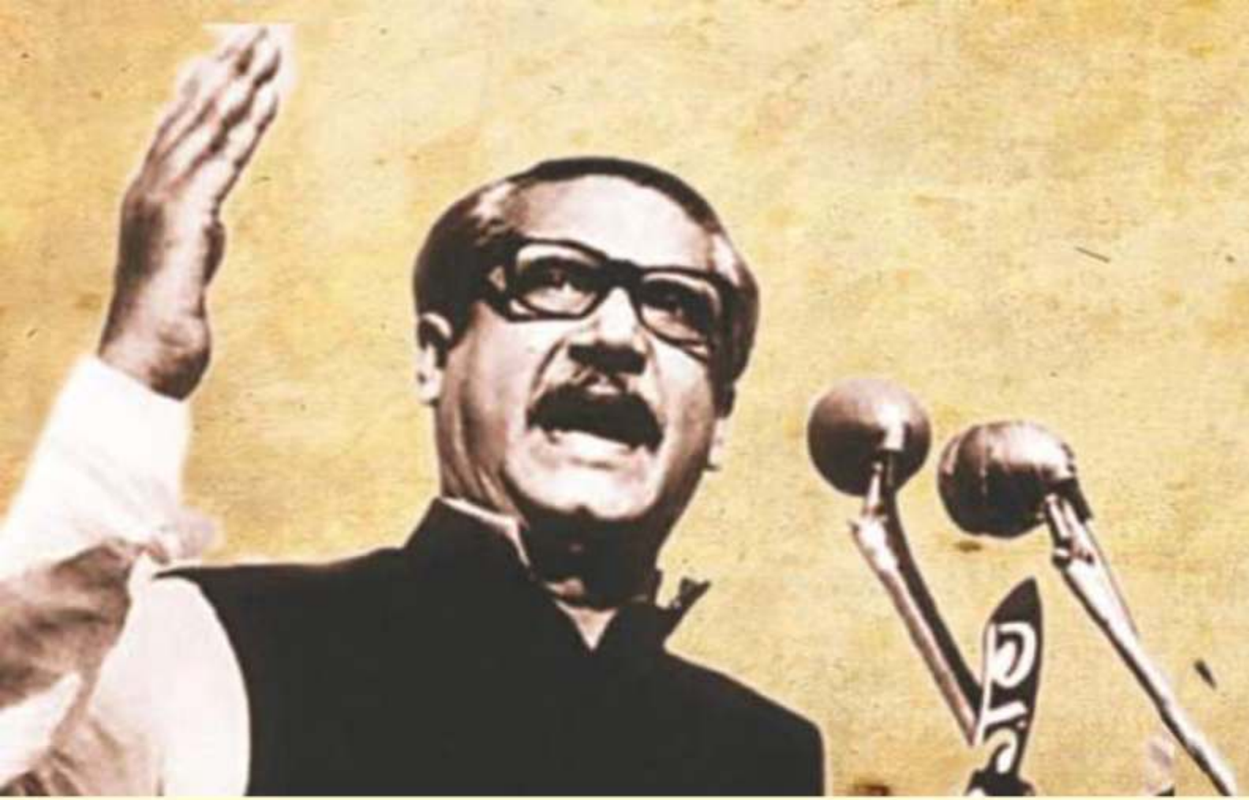

৭ই মার্চ

যে ভাষণ দোলা দেয় কোটি প্রাণে প্রতিনিয়ত

7th March

The Speech that still vibrates the heart of millions

ভায়েরা আমার,
আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।

বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে, ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন-আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক

My brothers,
I have come before you today with a heart laden with sadness. You are aware of everything and know all. We have tried with our lives. And yet the sadness remains that today, in Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur the streets are soaked in the blood of my brothers. Today the people of Bengal desire emancipation, the people of Bengal wish to live, the people of Bengal demand that their rights be acknowledged.
What wrong have we committed? Following the elections, the people of Bangladesh entrusted me and the Awami League with the totality of their electoral support. It was our expectation that the Parliament would meet, there we would frame our Constitution, that we would develop this land, that the people of this country would achieve their economic, political and cultural freedom. But it is a matter of grief that today we are constrained to say in all sadness that the history of the past twenty three years has been the history of a persecution of the people of Bengal, a history of the blood of the people of Bengal. This history of the past twenty three years has been one of the agonising cries of men and women.

The history of Bengal has been a history where the people of this land have made crimson the streets and highways of this land with their blood. We gave blood in 1952. In 1954, we won the elections and yet were not permitted to exercise power. In

ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলা নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম- আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা দেয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো,

1958, Ayub Khan imposed Martial Law and kept the nation in a state of slavery for ten long years. On 7 June 1966, as they rose in support of the Six-Point movement, the sons of my land were laid down in gunfire. When Yahya Khan took over once Ayub Khan fell in the fury of the movement of 1969, he promised that he would give us a Constitution, give us democracy. We put our faith on him. And then history moved a long way, the elections took place. I met President Yahya Khan. I appealed to him, not just as the majority leader in Bengal but also as the majority leader in Pakistan, to convene the National Assembly on 15 February. He did not pay heed to my appeal. He paid heed to Mr. Bhutto. And he said that the assembly would be convened in the first week of March. I went along with him and said we would sit in the parliament. I said that we would discuss matters in the Assembly. I even went to the extent of suggesting that despite our majority, if anyone proposes anything that is legitimate and right, we would accept his proposal.

Mr. Bhutto came here. He held negotiations with us, and when he left, he said that the door to talk had not closed, that more discussions would take place. After that, I spoke to other political leaders. I told them to join me in deliberations so that we could give shape to a Constitution for the country. But Mr. Bhutto said that if members elected from West Pakistan came here, the Assembly would turn into a slaughter house. He

দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয় উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কী পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে- তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি, কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপরে দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার,
২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারেনা। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত

warned that anyone who went to the Assembly would end up losing his life. He issued dire warnings of closing down all the shops from Peshawar to Karachi if the Assembly Session went ahead. I said that the Assembly Session would go ahead. And then, suddenly, on the first of March the Assembly Session was put off. Mr. Yahya Khan, in exercise of his powers as President, had called the National Assembly into Session; and I had said that I would go to the Assembly. Mr. Bhutto said he would not go. Thirty five members came here from West Pakistan. And suddenly the Assembly was put off. The blame was placed squarely on the people of Bengal, the blame was put at my door. Once the Assembly meeting was postponed, the people of this land decided to put up resistance to the act. I enjoined upon them to observe a peaceful general strike. I instructed them to close down all factories and industrial installations. The people responded positively to my directives. Through sheer spontaneity they emerged on to the streets. They were determined to pursue their struggle through peaceful means.

What have we attained? The weapons we have bought with our money to defend the country against foreign aggression are being used against the poor and down-trodden of my country today. It is their hearts the bullets pierce today. We are the majority in Pakistan. Whenever we Bangalees have attempted to ascend to the heights of power, they have swooped upon us.
I have spoken to him over telephone. I told him, "Mr. Yahya Khan, you are the President of Pakistan. Come, be witness to the inhuman manner in which the people of my Bengal are being murdered, to the way in which the mothers of my land are being deprived of their sons." I told him, "come, see and dispense justice." But he conspicuously said that I had agreed to participate in a Round Table Conference to be held on 10 March. I have already said a long time ago, what RTC? With whom shall I sit down to talk? Shall I fraternise with those who have taken the blood of my people? All of a sudden, without discussing matters with me and after a secret meeting lasting five hours, he has delivered a speech in which he placed all responsibility for the impasse on me, on the people of Bengal.

My brothers,
They called the Assembly on the twenty-fifth. The marks of blood not yet dried up. I said on the tenth that Mujibur Rahman would not walk across that blood to take part in a Round Table Conference. You called the Assembly. But my demands must be met first. Martial Law must be withdrawn. All military personnel must be taken back to the barracks. An inquiry must be conducted on the killings. And power must be transferred to the elected representatives of the people. And only then shall we consider the question of whether or not to sit in the National Assembly. Prior to the fulfilment of our demands, we cannot take part in the Assembly.

নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারী, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ারগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু, সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়-তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু-আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।

আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই-তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবেনা। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমাদের রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন।

সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়াা হলো-কেউ দেবে না। শোনেন-মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-ননবেঙ্গলি যারা আছে, তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালী টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন।

I do not desire the office of Prime Minister, we wish to see the rights of the people of this country established. Let me make it clear, without ambiguity, that from today, in Bangladesh, all courts, government offices and educational institutions will remain closed for an indefinite period. In order that the poor do not suffer, in order that my people do not go through pain, all other activities will continue, will not come within the ambit of the general strike from tomorrow. Rickshaws, horse carriages, trains and river vessels will ply. The Supreme Court, High Court, Judge's Court, semi-government offices, WAPDA, -nothing will work. Employees will collect their salaries on the twenty-eighth. But if the salaries are not paid, if another bullet is fired, if any more of the people are murdered, it is my directive to all of you: turn every house into a fortress, resist the enemy with whatever you have. And for the sake of life, even if I am not around to guide you, direct you, close off all roads and pathways.

We will strive them into submission. We will submerge them in water. You are our brothers. Return to your barracks and no harm will come to you. But do not try to pour bullets into my heart again. You cannot suppress seventy five million people. Now that we have learnt to die, no power on earth can keep us in subjugation. For those who have embraced martyrdom, and for those who have sustained injuries we, the Awami League will do all we can to relieve their tragedy. Those among you who can please lend a helping hand through contributing to our relief committee. The owners of industries will make certain that the wages of workers who have taken part in the strike for the past week are duly paid to them.

I shall tell employees of the government, my word must be heard, and my instructions must be followed. Until freedom comes to my land, all taxes will be held back from payment. No one will pay them. Bear in mind that the enemy has infiltrated to cause confusion and sow discord among us. In our Bengal, everyone, be he a Hindu or Muslim, Bangalee or non-Bangalee, is our brother. It is our responsibility to ensure their security. Our good name must not be sullied. And remember, employees at radio and television, if radio does not get our message across, no Bangalee will go to the radio station. If television does not put forth our point of view, no Bangalee will go to television, Banks will remain open for two hours to enable people to engage in transactions. But there will be no transfer of even a single penny from East Bengal to West Pakistan. Telephone and telegram services will continue in East Bengal and news can be dispatched overseas. But if moves are made to exterminate the people of this country, Bangalees must act with caution.

প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো–এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
জয় বাংলা।

In every village, every neighbourhood, set up Sangram Parishad (action committee) under the leadership of the Awami League. And be prepared with whatever you have. Remember: Having mastered the lesson of sacrifice, we shall give more blood. God willing, we shall free the people of this land.

The struggle this time is a struggle for emancipation.
The struggle this time is a struggle for independence.
Joy Bangla!

৭ই মার্চ ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণরত অবস্থায় বঙ্গবন্ধু
7th March 1971, Bangabandhu delivering speech at Racecourse Ground

আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায়, শিক্ষা পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

The only dream of my life is that the people of Bangladesh get food, shelter, education and are blessed with a dignified life.

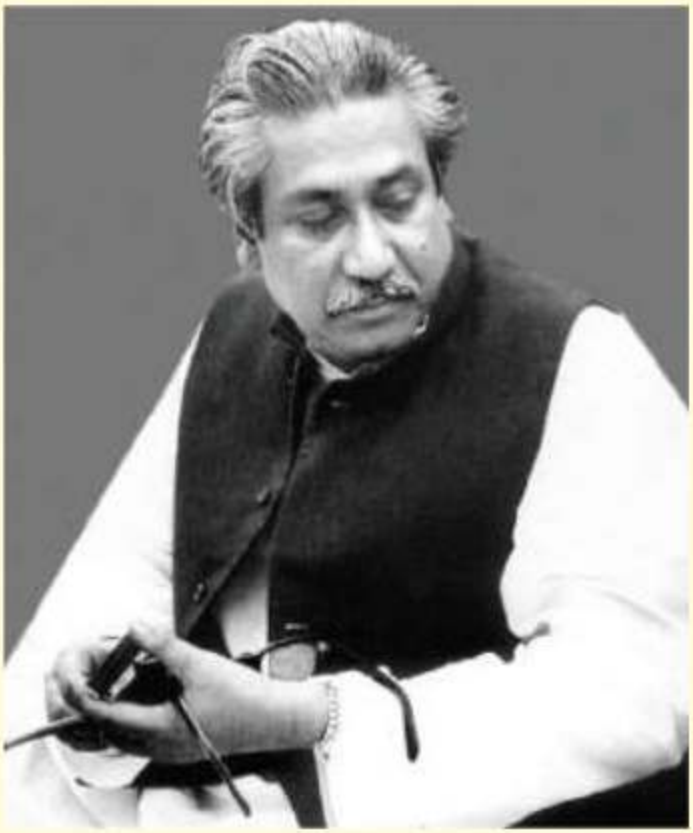

আমি বলেছিলাম ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো, কেন-জিহাদ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে, আজকে আমি বলবো বাংলার জনগণকে, এক নম্বর কাজ হবে দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে।

১৯ জুন ১৯৭৫, দলীয় সম্মেলন

I had asked you to build fortresses at home. Why? To do jihad; to fight against enemies. Today, I tell the people that the number one priority is to eradicate the dishonest and the corrupt from the country.

19 June 1975, Awami League Conference

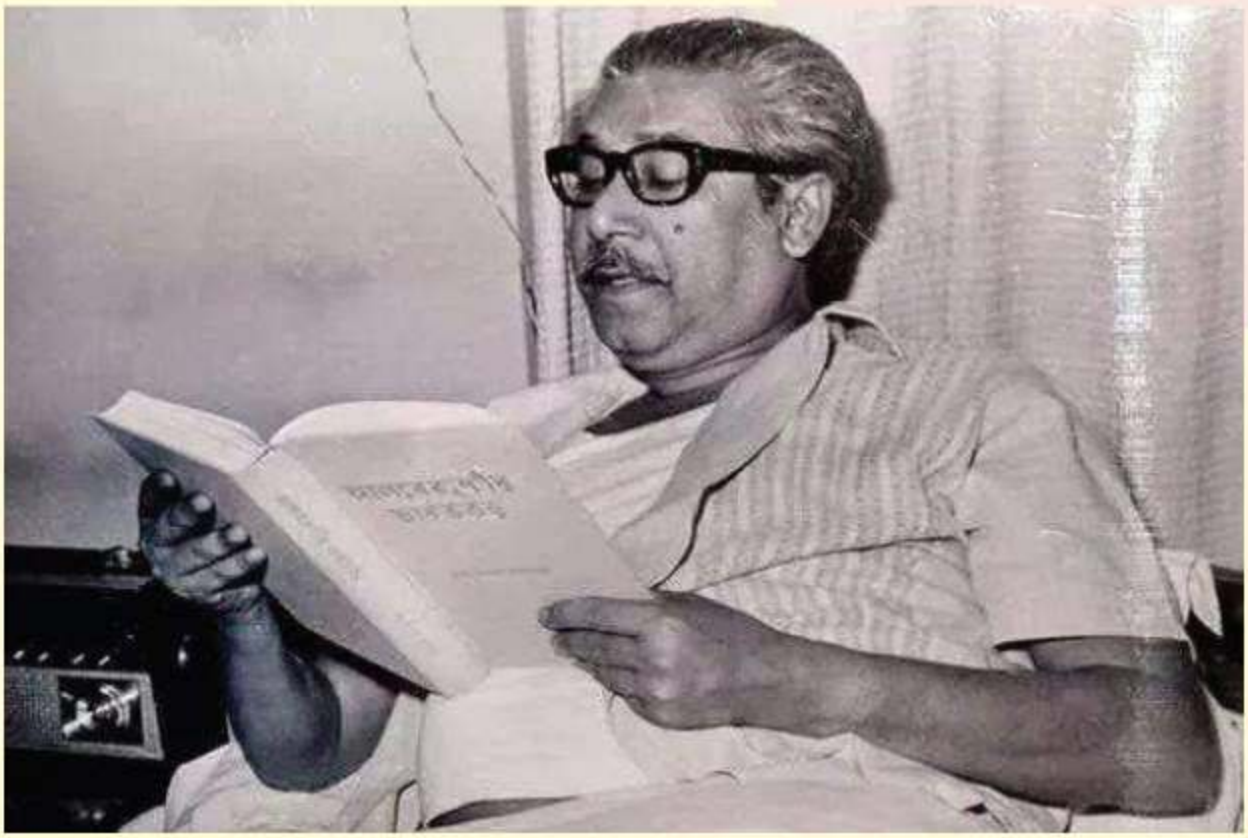

শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি বলতে চাই, এর আমুল পরিবর্তন করতে হবে। যে শিক্ষা মানুষের মঙ্গলের জন্য হয় না সে শিক্ষাকে বাদ দিয়ে যে শিক্ষা মানুষের মঙ্গলের জন্য হয় সে দিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

৩ মার্চ ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দান

I want to tell you that we have to change the whole education system. We have to discard the education which does not do good for the people and create a system which educates one to do good for others.

03 March 1971, Racecourse Ground

আমরা কো এক্সিসটেন্স এ বিশ্বাস করি, আমারা বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাস করি, আমি বিশ্ব দুনিয়ার বড় বড় শক্তিকে অনুরোধ করবো যে টাকা, যে অর্থ, যে সম্পদ আপনারা অস্ত্রের জন্য ব্যয় করেন এবং সেই টাকায় আর্মাড দেশ যাকে বলা হয় তা যদি আপনারা বন্ধ করে তার ১০ ভাগও বিশ্ব দুনিয়ার গরীব মানুষের জন্য ব্যয় করতেন, এদেশে এ দুনিয়ায় গরীব মানুষ থাকতো না। তাতে আপনাদের ইজ্জত বাড়তো, আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাবো অস্ত্র তৈয়ার করা বন্ধ করেন, মানুষ মারার কল তৈয়ার করা বন্ধ করেন।

৩ মার্চ ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দান

I believe in co-existence. I believe in world peace. I request the great powers of the world that the wealth you allocate to purchase weapons and build armories, if you could give even ten percent of that wealth to the poor people of the world, then there would not be a single poor man on this planet. Then your image would have been praiseworthy. I will request you to stop producing weapons, building machines which kill humans.

03 March 1971, Racecourse Ground

হিন্দু ভাই, খ্রিস্টান ভাই, বৌদ্ধ ভাইদের বলি তোমাদের উপর এতদিন যে অত্যাচার মাঝে মাঝে হয়েছে সে আমি জানি, ভবিষ্যতে সে অত্যাচার হবে না। মুসলমানের যে অধিকার এদেশে হিন্দু খ্রিস্টান, বৌদ্ধও সে অধিকার এ বাংলার মাটিতে পাবে।

৩ মার্চ ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দান

My Hindu brothers...
My Christian brothers...
My Buddhist brothers…
I know the tortures that you have endured till today.
I promise you that this will not happen again.
The rights that a Muslim enjoys in this country will be the same for a Hindu or a Christian or a Buddhist.

03 March 1971, Racecourse Ground.

এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি না পায়।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২, রেসকোর্স ময়দান

Freedom will be futile if my Bangalees can not get food. Freedom will not be complete if my sisters and my mothers do not get clothes. Freedom will not be complete if my youth do not get a job.

10 January 1972, Racecourse Ground.

You live by service, and your salary is paid by poor peasants, poor day labourers. Your family runs on that money, I run my car on that money … respect them, talk to them humbly. They are the real owner.
Those who are in Govt. service, please keep in mind that this is an independent country, free from British and Pakistani colony. Treat those who come to you for service, like your father and brother. They earn wages by hard work, they deserve respect. They earn their livelihood by hard work.

If you don't mind, let me ask you something, better ask ourselves-why should I bother you? I am one of you.

Who taught us education? "My parents," we think "parents"
Who taught us education?
Who made you a doctor?
Who made you an engineer?
Who helped you to study science?
Who made you a scientist?
Who made you an officer?

It is the poor people of Bangla who provide money. I am asking you, learned bothers, they provide money not only to run your family or to bear the expenses of your children. …. You will work for them, you will serve them. What did you do for them? What are you giving them back in exchange? How much? By whose money you are maintaining these, all these - dear engineers, doctors, officers, politicians and members?
This society has wounded badly. It needs an extreme hit. That kind of hit - which the Pakistanis experienced in 1971. I want to hit this wandering society in such way.

আপনি চাকরি করেন আপনার মাইনা দেয় ঐ গরীব কৃষক, আপনার মাইনা দেয় ঐ গরীব শ্রমিক, আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়, আমি গাড়ী চলি ঐ টাকায় ... ওদের সম্মান করে কথা বলেন, ওদের ইজ্জত করে কথা বলেন। ওরাই মালিক।

সরকারি কর্মচারীদের বলব, মনে রেখো, এ স্বাধীন দেশ, এ ব্রিটিশ কলোনি নয়, পাকিস্তানী কলোনি নয়। যে লোকরে দেখবা তার চেহারা দেখ তোমার বাবার মত, তোমার ভাইয়ের মত, ওর পরিশ্রমের পয়সা, ওরাই সম্মান বেশি পাবে। কারণ ওরা নিজে কামাই কইরা খায়।...

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাদের কাছে। মনে করবেন না কিছু। আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করি। আপনাদের বলবো কেন? আমি তো আপনাদেরই একজন।

আমাদের লেখাপড়া শিখাইছে কে? "আমার বাপ মা", আমরা মনে করি "বাপ মা"

আমাদের লেখাপড়া শিখাইছে কে?

আজ ডাক্তারি পাশ করায় কে?

ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করায় কে?

আজ সাইন্স পাশ করায় কে?

আজ বৈজ্ঞানিক করে কে?

আজ অফিসার করে কে?

কার টাকায়? বাংলার দুঃখী জনগণের টাকায়। আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা; শিক্ষিত ভাইরা, আপনার লেখাপড়ার খরচ দিয়েছে শুধু আপনার সংসার দেখার জন্য নয়, শুধু আপনার ছেলেমেয়ে দেখার জন্য নয়। .... ওদের আপনি কাজ করবেন, সেবা করবেন। তাদের আপনি কী দিয়েছেন? কী ফেরত দিচ্ছেন? কতটুকু দিচ্ছেন? কার টাকায় ইঞ্জিনিয়ার সাব? কার টাকায় ডাক্তার সাব? কার টাকায় অফিসার সাব? কার টাকায় রাজনীতিবিদ সাব? কার টাকায় মেম্বার সাব? কার টাকায় সব সাব?

সমাজ যেন ঘুণে ধরে গেছে। এ সমাজকে আমি চরম আঘাত করতে চাই। আঘাত করতে চাই- যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে।"

পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের
কখনোই ভয় করিনাকো আমি উদ্যত কোনো খড়্গের।
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস;
অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ;
একই হাসিমুখে বাজায়েছি বাঁশি, গলায় পরেছি ফাঁস;
আপোষ করিনি কখনোই আমি- এই হ'লো ইতিহাস।
এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান

আমার পরিচয়: সৈয়দ শামসুল হক

My identity is Bangalee, my history is of pride
I have never feared the sword.
I have fought with the enemy and I have lived with a dream;
I have sharpened my weapon and I have farmed my land;
I have played the flute and I have happily walked the gallows;
I have never compromised- this is my history of pride.
I will forget this history - is that the kind of a child I am?
When the name of my father is Sheikh Mujibur Rahman!

My Identity: Syed Shamsul Huq

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
.....
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠবাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের

'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হল': নির্মলেন্দু গুণ

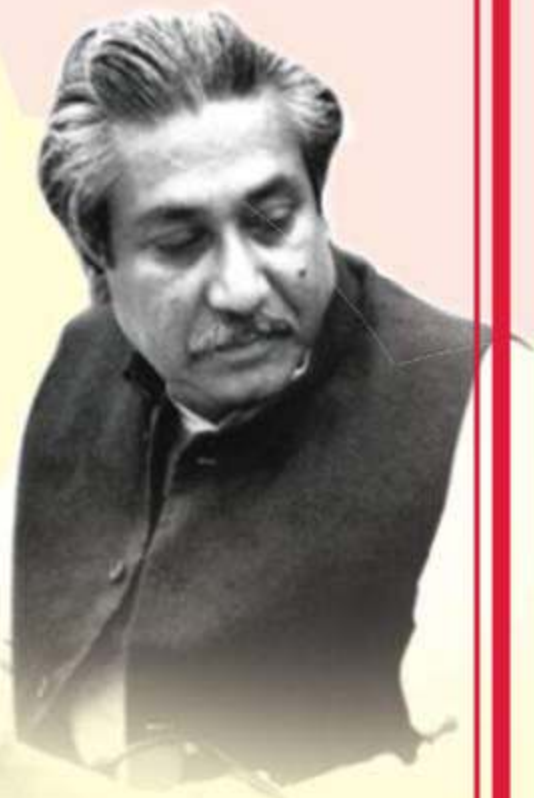

After the end of a hundred year struggle,
.....
The poet came to the stage of the people.
Suddenly, water sparkled and sprinkled onto the boat,
The heart set itself afire, waves rose from the sea of humanity
All doors were opened ! Who could stop his roaring voice ?
And pulverizing the sun's eternal rays, the poet recited his immortal poem:
"This time, the struggle is for our emancipation,
this time, the struggle is for our freedom'.
Since then, the word 'Freedom' is ours.

"How the the word 'Freedom' became ours": Nirmalendu Goon

আমাদের সমাজে চাষিরা হলো সবচেয়ে শোষিত ও নির্যাতিত এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।

২৬ মার্চ ১৯৭২, প্রথম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ

In our society, the farmers are the most oppressed and tortured class. We have to devote our efforts for the betterment of the farmers.

26 March 1972, Speech on the first Anniversary of Independence.

আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো বাংলার মানুষ আর সরকারি কর্মচারী সব এক ভাই। এক মায়ের ছেলে। আপনারা শাসক আর জনগণ শাসিত। আপনিও একজন, গরিব কৃষকও একজন, ভিক্ষুকও একজন-সবই বাংলা মায়ের সন্তান এবং আপনাদের যে পয়সা দেই আমরা তা এই জনগণের ট্যাক্সের টাকা হতে দেই। আপনাদের পরিবর্তন করতে হবে মেন্টালিটি। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল এত রক্ত কোন জাতি দেয় নাই। এই রক্তের ঋণ শোধ করুন। দেশকে ভালোবেসে, দেশের সেবা করে দেশের মানুষের মঙ্গল করুন।

২৯ মার্চ ১৯৭২, পলোগ্রাউন্ড মাঠ, চট্টগ্রাম

I request all of you to consider each a brother to the other. The public servant and the citizen, both of you are children of one mother. You might consider yourselves rulers and the people subjects. (But) you are one and so is a poor farmer and a beggar. You all are children of the Mother Bangla. We pay you from the taxes paid by the people. So you have to change your mentality. Hence, I request you to repay the debt of blood. No other nation has given so much blood. Repay the debt by loving the country, by serving the country, by doing good for her people.

29 March 1971, Polo Ground, Chittagong.

সাবধান বাঙালিরা, ষড়যন্ত্র শেষ হয় নাই। তোমরা ঠিক থাকো, একতাবদ্ধ থাকো। ইনশাআল্লাহ্ স্বাধীন যখন হয়েছি, স্বাধীন থাকবো। একজন মানুষ এই বাংলাদেশে বেঁচে থাকতে কেউ আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারবেনা।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রেসকোর্স ময়দান

Beware, Bangalees! The conspiracies are not over yet. Be steady. Be staunch. Be united. Insha Allah, we are now a sovereign country and we will remain sovereign. Till even one Bangalee is alive no one can take away our liberty.

10 January 1972, at Racecourse Ground on the occassion of comming back to the homeland.

আজ আমরা বিংশ সভ্যতার এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত, নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর। একটি সামাজিক বিপ্লব সফল করার প্রতিশ্রুতিতে আমরা অটল। আমাদের সমস্ত নীতি, আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এ কাজে নিয়োজিত হবে। আমাদের দুর্লঙ্ঘ্য পথ। এ পথ আমাদেরই অতিক্রম করতে হবে।

Today, we have come to a cross-road of the twentieth century. The whole world is soaked up in a dream for building a new world order. We are determined to fructify a comprehensive social revolution. Our policies, our efforts, everything is dedicated to this end. Our ways are marked by insurmountable challenges. But we will overcome all hurdles and reach our destination.

স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর। আজ স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে যদি এদেশের দুঃখী মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে যদি গরিবের ওপর অত্যাচার অবিচার হয়। স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে যদি আমার সোনার বাংলা আবার না হাসে। স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে যদি আমার ছেলেরাই কাজ না পায়।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, নগরবাড়ি, পাবনা

Protecting freedom is as difficult as gaining freedom. Freedom will be meaningless if the have-nots cannot have enough food. Freedom will be meaningless if the poor do not get justice. Freedom will be meaningless if my Golden Bengal does not blossom. Freedom will be meaningless if my boys don't get work !

16 February 1972, Nagarbari, Pabna

গোপালগঞ্জ : নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি

Gopalganj : Home of Perpetual Natural Beauty

বলাকৈড় পদ্মবিল

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বলাকৈড় বাজারের পূর্ব পার্শ্বে আনুমানিক ১৫ একর এলাকা জুড়ে বলাকৈড় পদ্মবিল অবস্থিত। এই বিলের বৈশিষ্ট্য হলো প্রতি বছর জুলাই-আগস্ট মাস হতে এখানে পদ্মফুল ফোটা শুরু হয় এবং নভেম্বর/ডিসেম্বর মাস হতে পদ্মফুল ফোটা কমতে থাকে। পরবর্তীতে এই বিলের জমিতে চাষীরা ইরি ধানের চাষ করে। জুলাই মাস হতে অক্টোবরের শুরু পর্যন্ত যখন এই বিলে হাজারো পদ্ম ফুটে তখন এক অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা হয়। ভ্রমণ পিপাসুরা তখন এই বিলের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য এখানে ছুটে আসে। এই বিলে নৌকা ভ্রমণ করে নয়ন জুড়ানো হাজারো প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌন্দর্য অবলোকন করে ভ্রমণ পিপাসুরা বিমোহিত হন।

Bolakoir Lotus Beel

Bolakoir Lotus Beel is situated in the eastern part of Bolakoir Bazar under Gopalganj Sadar Upazila. It covers around 15 acres area. The salient feature of the beel is that the lotus starts blooming from July-August and the number of flowers diminishes in November-December. Later, the farmers cultivate Boro rice in this land. This beel takes marvelous look during July to October when thousands of Lotus bloom. Tourists come and quench their thirst by diving into the eye soothing beauty of the beel.

মুকসুদপুরের ভাসমান বেদে পল্লী

ভৌলার মুকসুদপুর উপজেলার কুমার নদে এই ভাসমান বেদে সম্প্রদায়ের বসবাস। স্থানীয়ভাবে এরা বাইদ্যা নামে পরিচিত একটি ভ্রাম্যমাণ জনগোষ্ঠী, এরা মূলত ইসলাম ধর্মের অনুসারী। যুদ্ধ ও শিকারে অতিশয় দক্ষ বেদেরা কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী। তাদের গাত্রবর্ণ ও আকৃতি বাঙালীদের মতোই। বেদেদের নিজস্ব ভাষা আছে। ওই ভাষার নাম ঠেট বা ঠের। স্বগোত্রীয়দের সঙ্গে কথা বলার সময় তারা ওই ভাষা ব্যবহার করে থাকে। তবে বাংলা ভাষাভাষীদের সঙ্গে তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। গোত্রপ্রীতি প্রবল বলে সদস্যরা একে অন্যকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। বেদেদের সমাজ পিতৃপ্রধান হলেও মেয়েরা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নৌকাই তাদের জীবন-জীবিকার সব। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক নগর থেকে আরেক নগরে ঘুরে বেড়ায় নৌকা দিয়ে। বেদেরা সাপ ধরে খেলা দেখায় এবং সাপের বিষ বিক্রি করে। এ ছাড়া তারা তাবিজ-কবচও বিক্রি করে। বছরের বেশির ভাগ সময় বিশেষ করে ফসল তোলার মৌসুমে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তারা বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে পরিভ্রমণ করে। এই পরিভ্রমণকে বেদেদের ভাষায় গাওয়াল বলে। মহিলারাই বেশি গাওয়ালে যায়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, শিক্ষার বিস্তার ও মানুষের সচেতনতার কারণে বেদেরা তাদের ঐতিহ্যগত পেশা হারাতে বসেছে।

The Floating Nomad village of Muksudpur

This floating community, localy known as Baiddya lives on the Kumar river. They are followers of Islam. They are very hard-working, brave and love to fight and hunt. Their body shape and color, resemble Bangalees. They have their own language named "Thet" or "Ther". They use the language while talking within the community. They help each other because of their intense communal bond. Although they belong to patriarchal system, women play a vital role in their community. Boats are their life and livelihood. They travel places, towns by boat, catch snakes and entertain people showing different spectacles with those snakes. They also sell snake poison and annulets. They travel in rural areas of Bangladesh almost all the time of the year specially in the harvesting season. This travelling is called "Gaoal" in their indigenous language. Women go to Gaoal normally. They are losing their traditional profession because of modern medical treatment, spread of education and awareness among the people.

শতবর্ষী আমগাছ

কাশিয়ানী উপজেলার হিরণ্যকান্দি গ্রামের বিখ্যাত শতবর্ষী আম গাছ একটি রহস্যাবৃত সৃষ্টি। প্রায় ৩০ শতাংশ জায়গা জুড়ে এ আম গাছ বিস্তৃত। মূল গাছটির কান্ড প্রায় ১৩ ফুট লম্বা এবং বেড় ২০ ফুট। এ আম গাছটির ২০টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি শাখা কম-বেশি ৫০ ফুট করে লম্বা। প্রতি শাখাই এক একটি পূর্ণ বয়স্ক আম গাছের ন্যায় বড় যার বেড় অন্তত ৫-৬ ফুট, শাখাসমূহের রয়েছে শতাধিক প্রশাখা। সাবেক ফরিদপুর বর্তমানে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলাধীন ১নং মহেশপুর ইউনিয়নের হিরণ্যকান্দি গ্রামের জনাব মোঃ বাদশা শেখ-এর প্রপিতামহ মরহুম কিনু শেখ ১৮১০-১৮১২ খ্রি. প্রায় ২০০ (দুইশত) বছর পূর্বে আমগাছটি রোপন করেন বলে জানা যায়। বিশাল আকৃতির এ আম গাছটি দেখতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে প্রতিনিয়ত অসংখ্য দর্শনার্থী এখানে এসে থাকেন। ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের প্রায় ২০০ গজের মধ্যে আম গাছটির অবস্থান।

Century aged Mango tree

The famous century aged mango tree of Hiranyakandi village under Kashiani Upazila is a mysterious creation of nature. It covers an area of 30 decimal land. The stem of the tree is around 30 feet high and the girth 20 feet. The tree has 20 branches. Each branch is more or less 50 feet long. Each branch is like a mature individual mango tree that has the girth of 5-6 feet and the branches have more than hundred branchlets. It is said that Late Kinu Sheikh great grand-father of Mr. Mohammad Badsha Sheikh of Hiranyakandi village under no-1 Moheshpur Union planted the tree in between 1810-1812. Visitors from different corners of the country come to visit this colossal tree every day. The tree is located within 200 yards of the Dhaka-Khulna Highway.

বর্ণি বাওড়

বর্ণি বাওড় টুঙ্গিপাড়া উপজেলার বর্ণি, কুশলী, মৃত্তিকাবাটি, গিমাডাঙ্গা ও বাশুড়িয়া মৌজায় ১২১.৪৫ হেক্টর আয়তনের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ জলাশয় যা বর্ষা মৌসুমে প্লাবন ভূমিসহ ৩০০ হেক্টর (প্রায়) হয়। স্থানীয় মৎস্যজীবীগণ এই বাওড় থেকে কচাল জাল, চরপাটা, খেপলা, দোহারী, বাচারী, ফাঁস জাল, ভেসাল জাল, আলো শিকার এবং বড়শি দিয়ে মাছ শিকারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। স্থানীয় প্রায় সকল প্রজাতির (যেমন : রুই, কাতল, মৃগেল, পাবদা, শিং, কৈ, পুঁটি, দেশি সরপুঁটি, ফলি, চিতল, বোয়াল, শোল, গজার, টাকি, গলদা চিংড়ি, ইচা চিংড়ি, বাইন, মেনি, দেশি মাগুর, বেলে ইত্যাদি) মাছ এখানে পাওয়া যায়। ইতঃপূর্বে বাওড়টি ইজারা ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হলেও ০৪/০৪/১৯৯৮ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে মৎস্যজীবীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে 'জাল যার-জলা তার' নীতিতে বাওড়টি পরিচালিত হয়। দৃষ্টিনন্দন এই বাওড়টির সৌন্দর্য দেখতে প্রতিদিন অগণিত দর্শনার্থী এখানে ভীড় জমান।

Borni Baor

The famous Borni Baor' (marshy land), situated in Tungipara Upazila, is an exquisite naturally beautiful place in Gopalgonj. There are 121 hectres of land in this Baor which increases to more than 300 hectres simultaneously during the Monsoon. Local people specially fishermen of surrounding areas-'Kushli', `Mrithikabati', `Gimadanga' and 'Basuria'-lead their lives by fishing different types of fish such as sheat fish, Climbing perch, Walking catfish, Stinging catfish, Striped snakhead, Spotted snakhead, Olive Barb, Mystus, Spiny Eel, etc. For practically effective fishing, they usually use some local and traditional devices (fish-trap, net, etc). On April 4, 2004, Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina banned the traditional lease system and gave all the local fishermen the unique opportunity to catch fish so that they can lead their lives by fishing. Still now, `Borni Baor' is regarded as an attractive scenic beautiful place and one of the most visited tourist spots in Gopalganj.

বাঘিয়ার বিল

টুঙ্গিপাড়া উপজেলার বাঘিয়ার নদীর পাড় দিয়ে বিস্তৃত এলাকা বালাডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, ভৈরব নগর ও সালুখা মৌজার আনুমানিক ১৯০০ একর জমি নিয়ে বাঘিয়ার বিল অবস্থিত। এ বিলের মধ্য দিয়ে রুথিয়ার খাল, নারায়ণ খালী খাল, সালুখার খালসহ বেশ কিছু ছোট খাল প্রবহমান রয়েছে। এ বিলে বোরো ধানের উৎপাদন ভালো হয়। বিলে বেশ কিছু মাছের ঘের ও ছোট বড় পুকুর রয়েছে। এ বিলের আবাদী-অনাবাদী জমিতে বর্ষাকালে প্রচুর শাপলা জন্মে। এ শাপলা বাঘিয়ার বিলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। প্রাকৃতিকভাবে দেশীয় প্রজাতির নানা রকম মাছ এখানে পাওয়া যায়।

Baghiar Beel

The fabled Baghiar Beel, i.e., the wetlands of the Baghiar, is spreaded 1900 acres of land across the Baladanga, Tungipara, Bhairab Naagar and Salukha mouza. Several water channels, including the Ruthiar Khal, the Narayankhali khal, and the Salukhar khal, are flowing through the wetlands. Boro rice is produced in plenty in these wetlands. There are several fishtanks and hatcheries in the Beel. The Beel gets naturally decorated with thousands of white Water Lillies blossoming across the water bodies during the monsoon. Fish and other species of aquatic lifeforms abound the Beel.

গোপালগঞ্জের প্রাণচাঞ্চল্য : মধুমতি লেক

২০০৯ সালের জুন মাসে একনেকে অনুমোদনের মাধ্যমে ৫৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে মধুমতীর পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়নের অংশ হিসেবে চাঁপাইল হতে হরিদাসপুর পর্যন্ত দৃষ্টিনন্দন একটি লেক নির্মাণের প্রকল্প সরকার হাতে নেয়। এ প্রকল্পের আওতায় ৮.৩২ কি. মি. দৈর্ঘ্যের মধুমতি নদী খনন করা হয়েছে। শুরু হতে শেষ পর্যন্ত অনিন্দ্যসুন্দর এই লেকটি গোপালগঞ্জ জেলা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। খননকৃত মধুমতির ঢালে শহর সংলগ্ন দু'তীরের ৭.৭০ কি. মি. সিসি ব্লক দ্বারা বাঁধাই করা হয়েছে, সাথে নির্মাণ করা হয়েছে ৭.৫০ কি. মি. ফুটপাত। শোভা-বর্ধনের কাজ করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে সিটিং বেঞ্চ, জগিং স্পেস, শেড ও মনোরম ফুলের বাগান। মধুমতি সংস্কারের এ উদ্যোগ নেয়ায় গোপালগঞ্জ শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে এবং শহরের মানুষের মধ্যে নতুন করে ফিরে এসেছে প্রাণচাঞ্চল্য। প্রতিদিন হাজারো দর্শনার্থীর আগমনও ঘটছে এখানে।

The vivacious Modhumoti Lake

In 2009 after the approval of ECNEC for the rehabilitation of the river Modhumot and the development of its surrounding area, Government carried out dredging of the Madhumati from the Chapail to Haridaspur. A total of 8.3 kilometers of river ways were dredged and 7.7 kilometers of walkways and river protection works were carried out. More than 17 kilometers of inland road works was also done and jogging-track, foot-over bridges, motorways and a charming flower garden were also made under this project to provide modern civic amenities to the inhabitants of Gopalganj as well. Resurrection of the river has brought back a fresh of life to the town. Thousands of visitors visit this lake daily.

বর্ষাপাড়ার লাল শাপলা

গৌপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রয়েছে লাল শাপলার বিল। বর্ষাপাড়া ও সোনাখালি মৌজার বিস্তীর্ণ এলাকা বর্ষাকালে সৃষ্টিকর্তা যেন লাল আভায় আপন মহিমায় সজ্জিত করেন। ঘন সবুজ শ্যামলিমাকে লাল আভা দান করা এ নয়নাভিরাম দৃশ্য বাস্তবে না দেখলে বিশ্বাস করার উপায় নেই। শরতের প্রারম্ভে ফুটতে শুরু করে এই শাপলা এবং কার্তিকের শেষের দিকে লাল শালুক আকারে এর বিলুপ্তি ঘটে।

Red Water lily of Barshapara

Across the vast area of Kotalipara there are beels occupied by eye catching red water lilies. The huge area of Barshapara and Sonakhali mouza adorns with the reddish glow as the gift of the creator. The densely knitted greenery with the glow of the red turns to be emensely enchanting which may seem unbelievable without visiting the place. At the advent of autumn the blooms are seen and at the end of Kartik (November) all come to an end turning into red shaluk.

বিল রুট ক্যানেল

বৃটিশ আমলে ভেড়ার বাজার ছিল এ এলাকার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। মধুমতির মানিকদাহ বন্দরের নিকট থেকে উত্তর এবং উত্তর পূর্ব দিকে উরফি, ভেড়ারহাট, উলপুর, বৌলতলী, সাতপাড়, টেকেরহাট হয়ে আড়িয়াল খাঁর শাখা নদী উতরাইল বন্দরের কাছাকাছি পর্যন্ত ৬০/৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ক্যানেলটি প্রবাহিত। ক্যানেলটি ৪০০ ফুট প্রশস্ত এবং গভীরতায় প্রায় ৩০ ফুট। বাংলাপিডিয়া অনুযায়ী ১৮৫৮ সালে স্যার আরথার কটন সর্বপ্রথম এই খাল খননের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। ১৮৯৯ সালে ক্যানেলটির খনন কাজ শুরু হয় এবং ১৯০৫ সালে খনন কাজ শেষ হয়। ১৯১৪ সালে খালটিকে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এ ক্যানেলটি খননের ফলে নদী পথে ঢাকা-খুলনার দূরত্ব ১৫০ মাইল কমে যায় এবং বঙ্গোপসাগর হয়ে আসা পণ্য সহজেই কলকাতা বন্দরে পাঠানো সহজ হয়। এটি বঙ্গের সুয়েজখাল নামে পরিচিত। মাদারীপুর জেলার বেশিরভাগ ছোট খাল ও জলাভূমি এই খালের সাথে মিলিত হয়েছে এবং একারণেই স্থানীয়রা খালটিকে মাদারীপুর বিল রুট ক্যানেল বলে থাকে।

Beel Route Canal

During the British Period Verar Bazar was the vital point of trade and commerce of this region. This 60-65 km long canal flows from the Manikdah terminal of the Modhumoti and through Urfi, Verarhat, Ulpur, Boultali, Takerhat and to the Utrail terminal, the tributary of Arialkha. The canal is 400 feet in width and 300 feet in depth. In 1858, Sir Arthur Cotton proposed to trench this route. The work of digging this canal was begun in 1899 and was completed in 1905. In 1914 it was opened for the common people. After digging this canal the distance between Dhaka and Khulna became 150 mile less through waterway and the transport of different products from the Bay of Bengal to the Kolkata sea port became very easy to a good extent. It is known as the Suez Canal of Bengal. Most of the minor canals and wetlands of Madaripur are connected with this canal and for this reason the local people have named this canal as Madaripur Beel Route Canal.

জাতির পিতার জন্মভূমি ★ গর্বিত গোপালগঞ্জ

★ এক তর্জনীর নির্দেশ ★

স্বাধীন হলো বাংলাদেশ

গোপালগঞ্জ : ঐতিহ্য ও পর্যটন

Gopalganj : Heritage & Tourism

উলপুর জমিদার বাড়ি

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা হতে উত্তর-পূর্বদিকে মধুমতি বিলরুট ক্যানেলের তীরে উলপুর গ্রাম অবস্থিত। এখানে কয়েকজন হিন্দু জমিদার বসবাস করতেন। তন্মধ্যে দীনেশ রায় চৌধুরী, দীনবন্ধু রায় চৌধুরী, অমূল্য রায় চৌধুরী, আনন্দ রায় চৌধুরী, হিমাংশু প্রকাশ রায় চৌধুরী, কৈলাশ চন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এ এলাকার জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নে জমিদারগণ কাজ করেছেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন; গড়ে তুলেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ ও সাংস্কৃতিক বিনোদন কেন্দ্র যা এখনও বিদ্যমান। ভগ্নপ্রায় প্রাচীন ভবনসমূহ তার দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য হারিয়ে কালের সাক্ষী হয়ে মাথা উঁচু করে এখনো পুরনো সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কথা জানান দিচ্ছে।

Ulpur Zamindar Bari

Ulpur village stands on the bank of Madhumati Beel Route Canal which is to the north-east from Gopalganj town. Once there lived a few hindu Zamindars. Among them Dinesh Roy Chowdhury, Ananda Roy Chowdhury, Himangsu Prakash Roy Chowdhury, Koilash Chandra Roy Chowdhury were remarkable. They played a great role to change the condition of people as well as to promote education and culture. They built educational institutes, playgrounds and cultural recreation centers, which still exist. The almost broken buildings, losing the magnificent beauty of the past are still surviving bearing the testimony of the rich heritage.

কোর্ট মসজিদ

১৯৪৯ সালে গোপালগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে তৎকালীন স্থাপত্য শিল্পের সর্বোত্তম কারিগরি শৈলীতে এ মসজিদ নির্মিত হয়। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক মরহুম কাজী গোলাম আহাদ ১৯৪৬ সালে স্থানীয় ও মহকুমার অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের সহযোগিতায় ও অনুদানের দ্বারা নির্মাণ করেন বর্তমান দৃষ্টিনন্দন এই গৌরবজ্জ্বল কোর্ট মসজিদ।

ঢাকার লাল মোহাম্মদ নামক একজন সুদক্ষ কারিগরের তত্ত্বাবধানে আগ্রার তাজমহলের আদলে মসজিদের মূল ভবন এবং মোঘল স্থাপত্যের অনুকরণে মসজিদের প্রধান গেট নির্মাণ করা হয়। সেই সঙ্গে মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে নির্মাণ করা হয় একটি দৃষ্টিনন্দন সুউচ্চ মিনার। মসজিদের সীমানা প্রাচীরের মধ্যেও রয়েছে অসাধারণ কারিগরি নৈপুণ্য। নির্মাণ কাজ শেষ হতে প্রায় তিন বৎসরাধিকাল সময় লাগে।

Court Masjid

It was built in the heart of Gopalganj town in 1949 incorporating the best craftsmanship of the then architectural art. In 1946 late Kazi Golam Ahad, Sub Divisional Officer (SDO) with the help and donation of Muslims constructed the present spectacular Court Masjid.

The main building of the mosque was structured in the mold of the Tajmahal of Agra and the main gate was constructed following the Mughal architecture under the supervision of a skilled crafsman Lal Mohammad of Dhaka. A magnificent high minaret was built in the north-east corner of the mosque. The boundary walls were decorated with extraordinary technical craftsmanship. It took around three years to finish the construction of the mosque.

ঐতিহ্যবাহী নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি

গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের পাশে অবস্থিত নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি প্রায় শতাব্দীকাল ধরে পাঠকের জ্ঞান তৃষ্ণা মিটিয়ে চলছে। স্বাধিকার আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ নানা বীরত্বগাঁথা জড়িয়ে আছে এই লাইব্রেরির সঙ্গে। ১৯১০ সালে রাজা পঞ্চম জর্জের ব্রিটিশ রাজসিংহাসনে আরোহন উপলক্ষে উপনিবেশ রাজ্যগুলোতে উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবের জন্য কিছু টাকা গোপালগঞ্জ শহরের জন্যও বরাদ্দ করা হয়। সেই টাকায় শহরে একটি থিয়েটার ক্লাব গঠন করা হয়। রাজ্যাভিষেকের বিষয়টি মাথায় রেখে ক্লাবটির নামকরণ করা হয় করোনেশন থিয়েটার ক্লাব। ১০ বছর পর ১৯২০ সালে থিয়েটার হলটির সামনের দিকে একটি কক্ষে করোনেশন পাবলিক লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫০ এর শেষভাগে মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীরা লাইব্রেরির নাম পরিবর্তন করে পাকিস্তানের কবি আল্লামা ইকবালের নামে নামকরণ করার চেষ্টা চালান। কিন্তু স্থানীয়দের প্রতিবাদের মুখে লাইব্রেরির নাম পরিবর্তন করে বাংলা ভাষার কবি নজরুলের নামে ÒbRiæj cvewjK jvB‡eªwiÓ নামকরণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এই পাবলিক লাইব্রেরি বহু নাটক ও অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। পাঠাগারটিতে বর্তমানে ১৪ হাজার বই ও বিভিন্ন সাময়িকী সংরক্ষিত রয়েছে।

Historic Nazrul Public Library

Located next to the Office of the Deputy Commissioner, Nazrul Public Library of Gopalganj has been quenching the thirst of its reader for almost a century. Different heroic incidents including liberation war are gloriously intertwined with this library. On the occasion of the coronation of King George V, in 1910. special programmes were arranged in the British colonies. Some amount of money was allocated for Gopalganj as well. A theater club was established with that money. It was named as the Coronation Theater Club on the memory of the coronation. Ten years later a public library was built in front of the coronation theater hall. At the end of 1950, the leaders of Muslim League tried to rename it after Pakistani poet Allama Iqbal. But the local people protested; as a result it was named after Bangla poet Kazi Nazrul Islam. During the liberation war, many plays and programmes were staged in the library which helped to raise public awareness in favour of the liberation war. This library has a collection of around 14.000 thousand books and journals.

গোপালগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ

মুকসুদপুর উপজেলার দিগনগর, কোটালীপাড়া উপজেলার ঘাঘর ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার সাতপাড় এলাকায় এ ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এ নৌকা বাইচ দেখতে মুকসুদপুরের দিগনগরের কুমার নদ, কোটালীপাড়ার ঘাঘর নদী ও সদর উপজেলার মধুমতি বিল রুট ক্যানেলের দু'পাড়ে লাখ লাখ মানুষের সমাগম ঘটে। কোটালীপাড়ার ঘাঘর নদীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণায় কোটালীপাড়া উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ঘাঘর বাজার বণিক সমিতি এ নৌকা বাইচের আয়োজন করে। শত বছরেরও বেশি সময় ধরে বিজয়া দশমীর দিন এ নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

Boat Race: an age old Heritage of Gopalganj

Boat Race, an ancient herigate of Gopalganj has been taking place at Dignagar of Muksudpur Upazila, Ghaghor of Kotalipara Upazila & Shatpar of Gopalganj Sadar Upazila. The spectators assemble around the banks of the river Kumar, the river Ghagor and the Modhumati Beel Route Canal. With the patronization of Sheikh Hasina, Hon'ble Prime Minister of Bangladesh, Kotalipara Upazila Parishad, Municipality & Ghagor Bazar Merchants' Committee Organize boat race in the river Ghagor. This has been customary to arrange this boat race on Bijoya Doshomi of Durga Puja for more than 100 years.

বনগ্রাম জমিদার বাড়ি

মুকসুদপুর উপজেলা সদর থেকে পূর্ব দিকে মুকসুদপুর টেকেরহাট মহাসড়ক হয়ে ৭ কি. মি. দূরে মহারাজপুর ইউনিয়নের বনগ্রাম। উক্ত গ্রামে বয়ে যাওয়া কুমার নদের তীরে এই জমিদার বাড়ি অবস্থিত। এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

Bongram Zamindar Bari

Bongram Zamindar Bari, a beautiful architectural heritage of Gopalganj is located on the bank of the river Kumar. It is 7 KM away from Muksudpur-Tekerhat Highway.

উজানী জমিদার বাড়ি

মুকসুদপুর উপজেলা সদর থেকে দক্ষিণ দিকে মুকসুদপুর উজানী সড়ক হয়ে ২০ কি. মি. দূরে উজানী ইউনিয়নে ঐতিহাসিক এই রাজবাড়ি অবস্থিত। ৩টি দ্বিতল সুরম্য বাড়ির মধ্যে বর্তমানে ২টি এখনো অক্ষত অবস্থায় আছে।

Uzani Zanindar Bari

Uzani Zanindar Bari is located on the southern part of Muksudpur Upazila Sadar under Uzani Union. Among three two storeyed magnificient buildings two are still habitable.

ওড়াকান্দি ঠাকুর বাড়ি

কাশিয়ানী উপজেলার একটি ইউনিয়ন ওড়াকান্দি। বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত নমঃশূদ্র হিন্দু এই ইউনিয়নে বসবাস করেন। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের মহাতীর্থ হিসেবে সনাতন ধর্মাবলম্বী মতুয়া সম্প্রদায়ের কাছে ওড়াকান্দি একটি পবিত্র স্থান। ১২১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে ওড়াকান্দির পার্শ্ববর্তী সাফলিডাঙ্গা গ্রামে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮০ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুর এখানে যে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন তাই পরবর্তীতে হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয়। এখানে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিস্ট মিশন আছে। প্রায় দুইশত বছর আগে ডাক্তার মিড মিশনারি ছেড়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র দেব ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং শ্রীধাম ওড়াকান্দি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্মের লোক এই মতুয়া ধর্মান্দোলনে শরিক হন। প্রতিদিন দেশ-বিদেশ হতে মতুয়া সম্প্রদায়ের অসংখ্য অনুসারীসহ সাধারণ মানুষ এই তীর্থস্থান দর্শন করতে আসেন।

Orakandi Thakur Bari

Orakandi is a Union under Kashani Upazila. A large number of Hindus belonging to Nomoh Shudro caste reside here. Highly esteemed Harichand Tagore's worshipping place, Orakandi is a sacred place to the traditional Hindu community named the Matua. Harichand Tagore was born in the month of Falgun in the Bangla year 1218. In 1880 he established a school which was later turned into a high school. Here Australian Baptist Mission is also functioning. Almost 200 years ago, Dr. Mid left the missionary and accepted the apprentice of Deb Tagore, son of Horichand Tagore & contributed to establish Sridham Orakandi. People from both Hindu & Muslim communities including the people of other religion involved in this Matua religious movement. Everyday lot of followers of Matua community come from home & abroad to visit this pilgrimage.

বানিয়ার চর ক্যাথলিক চার্চ

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার কলিগ্রাম মৌজায় ক্যাথলিক চার্চটি অবস্থিত। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বিশপ তাবেজ্জা বানিয়ারচর ধর্ম পল্লীতে আগমন করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বানিয়ারচর এলাকার কয়েকটি পরিবার এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলিগ্রামের কিছু পরিবার ক্যাথলিকভুক্ত হন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ সর্বপ্রথম এ এলাকায় ছোট একটি উপাসনালয় নির্মাণ করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বানিয়ারচর অঞ্চল কৃষ্ণনগর ধর্ম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বানিয়ারচর একটি অস্থায়ী ধর্মপল্লীরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫মে গীর্জার নামকরণ করা হয় পবিত্র পরিত্রাতার গীর্জা। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর বানিয়ারচরকে একটি মিশনারী স্টেশনে পরিণত করা হয়। তখন খ্রিষ্ট ভক্তের সংখ্যা ছিল ৩৮৬ জন। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল বর্তমান গীর্জা ঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বর্তমানে বানিয়াচর খ্রিস্ট ভক্তের সংখ্যা প্রায় ৩০০০ জন। ক্যাথলিক গীর্জার মধ্যে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি একটি ডিসপেনসারি স্থাপন করা হয়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট মাইকেল স্কুল ভবন পরিবর্ধন করা হয় এবং ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। চার্চটির মনোরম সৌন্দর্য সকলকে অভিভূত করে।

Baniyarchar Catholic Church

The catholic church is situated at Koligram mouja at Muksudpur Upazila in Gopalganj. In the year 1880 bishop Tabejja arrived at Baniyarchar village. In 1913, some families of Baniyarchar area and in 1920, some families of Koligram converted to Catholicism. In 1923, the clergymen of Catholic community established a small church for their community. In 1930, Baniyarchar got recognition as a temporary sacred village. On 15th May 1938, the Church was named as Holy Saviors Church. On 9th October 1956, Baniyarchar was transformed as a missionary station. At that time, the number of Christian devotees was 386. The foundation stone of the present Church was laid on April 30, 1961. At present, the number of Christian devotee is around 3000. On January 30, 1958, a medical center was established within the church. In 1974, Saint Michaeli School building was extended and it was promoted up to class eight. The design of the church and its blissful beauty fascinate all.

কবি সুকান্তের পৈত্রিক ভিটা

বাংলা সাহিত্যের মার্কসবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী এবং প্রগতিশীল চেতনার কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈত্রিক ভিটা কোটালীপাড়া উপজেলার উনশিয়া গ্রামে। ১৯২৬ সালের ১৫ আগস্ট কোলকাতার কালীঘাটের মাতামহের গৃহে এক নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে ছাড়পত্র, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া, অভিযান, ঘুম নেই, হরতাল, গীতিগুচ্ছ ইত্যাদি। কবি সুকান্ত ও তার পরিবারের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তার পৈত্রিক ভিটায় জেলা পরিষদের অর্থায়নে নির্মাণ করা হয়েছে কবি সুকান্ত লাইব্রেরি কাম অডিটোরিয়াম যা ভ্রমণ পিপাসুদের নিকট একটি দর্শনীয় স্থান ।

The Ancestral Homestead of Poet Sukanta

Poet Sukanta was born at his grand parents' house at Kalighat of Kolkata on 15 August 1926. The ancestral roots of this Marxist and liberal poet stem from the Unshia village under Kotalipara Upazila. A youthful life cut short by poverty and death, Sukanta's poetic milestones are immortalized in Charpatra (the Release Order), Purbabhas (the Forecast), Mitheykora (the Sweet-and-Sour), Abhiyan (the Expedition), Ghum-nei (Insomnia), Hartal (the Strike), Geeti-guchcha (the Collection of Songs). To preserve the memory of the poet, the District Administration has constructed the Poet Sukanta Library-cum-Auditorium which has turned out to be a tourist attraction.

শুকদেব আশ্রম

সদর উপজেলাধীন তেঘরিয়া মৌজায় বৈরাগীর খাল পাড়ে শুকদেব আশ্রমটি অবস্থিত। আশ্রমটি আনুমানিক ১৮০২ খ্রি. চন্দ্রগোসাই নামে এক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মূল উদ্দেশ্য অনাথদের আশ্রয়সহ সেবা প্রদান করা। পরবর্তীতে শুকদেব আশ্রমের দায়িত্বভার বহন করেন। সংসার ত্যাগী শুকদেব ঠাকুর ভগবানের কৃপায় আরাধনার মাধ্যমে অনেক বধির, বিকলাঙ্গ, বিভিন্ন ধরনের অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করতে সক্ষম ছিলেন বলে কথিত আছে।

Sukdev Ashram (Sukdev Orphanage)

The Sukdev Ashram is situated on the bank of Bairagir Khal (canal) in Tegharia Mouja under Sadar Upazila. The Ashram was established by one named Chandra Gosai in approximately 1802 A.D. Its main purpose was to offer shelter and help to orphans. Afterwards Sukdev, an ascetic, took charge of the Ashram. It is said that with his meditating power he cured many deaf, crippled and other ailing people.

ঐতিহ্যবাহী আড়পাড়া মুন্সীবাড়ি

ব্রিটিশ শাসন আমলে কিছু কিছু জমিদারদের চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাদের মধ্যে আলহাজ্ব ইসমাইল মুন্সী উক্ত চৌধুরী খেতাব প্রাপ্ত হন। গোপালগঞ্জ জেলা শহর হতে প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে মধুমতি বিল রুট ক্যানেলের পশ্চিম তীরে বিখ্যাত আড়পাড়া গ্রামে তিনি একটি দ্বিতল রাজবাড়ি তৈরি করেন। স্থানীয়ভাবে এটিই আড়পাড়া মুন্সীবাড়ি নামে পরিচিত। ধ্বংসপ্রায় সুরম্য সিংহদ্বারবিশিষ্ট ও প্রশস্ত বারান্দাসহ দ্বিতল অট্টালিকা এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম মুসলিম জমিদার বাড়ির আভিজাত্যের স্বাক্ষর বহন করে। দ্বিতল এই ভবনে মিনি কনফারেন্স হল, অতিথি কক্ষ, রান্নাঘর এবং ব্যক্তিগত শয়নকক্ষ রয়েছে।

Historic Arpara Munshi Bari

During British realm some landlords got the title of Chowdhury. Chowdhury Ismail Munshi is one of them. On the bank of Madhumati Beel Route Canal, 6 Km away from North-West of Gopalganj district town, Mr. Chowdhury built this two-storeyed magnificent building in 1930. Locally it is known as Arpara Munshi bari. With a beautiful lion gate and spacious verandah this two-storeyed royal palace-like building still stands proudly as a symbol of contemporary Muslim aristocracy. There are a mini-conference room, guest room, kitchen and well-furnished individual bed rooms.

জয় বাংলা পুকুর (৭১ এর বধ্যভূমি ও স্মৃতিস্তম্ভ)

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা সংলগ্ন ৭১ এর বধ্যভূমি (জয় বাংলা পুকুর) শত শত মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী বাঙালীর আত্মাহুতির নীরব সাক্ষী। এখানে বিভিন্ন স্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের সমর্থকদের ধরে এনে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হতো। পাকবাহিনী কর্তৃক জয় বাংলা পুকুর নামকরণ করে সেখানে মৃতদেহ টেনে হিচঁড়ে ফেলা হতো আর উল্লাস করা হতো। ১৯৭২ সালে বাঙালী জাতির প্রথম বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৭১ এর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়, যা পরবর্তীতে দুষ্কৃতকারীরা ধ্বংস করে ফেলে। ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বর্তমান স্মৃতিস্তম্ভটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়।

Joy Bangla Pukur (Mass killing Graveyard of 1971 and Memorial)

The Joy Bangla Pukur, adjacent to the Gopalganj Sadar Upazila headquarters, is a silent evidence to the murder of hundred of freedom fighters and innocent Bangalee civilians at the hands of the Pakistan Army and their local collaborators during the glorious War of Liberation of 1971. Freedom fighters and their supporters were apprehended from different parts of the district and were killed at this place. The lake took its name from the mockery that the invading armies and their collaborators used to met out to the dying freedom fighters (since the freedom fighters used Joy Bangla as their battle cry). During the first anniversary celebrations of victory in 1972, a mausoleum was built at the spot to commemorate the supreme sacrifice of the freedom fighters. However, miscreants destroyed the mausoleum. Later, on 16 December 1990, a new mausoleum was erected at the same spot.

রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বাড়ি

রমেশ চন্দ্র মজুমদার গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার খান্দারপাড় গ্রামে ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রী হলধর মজুমদার। ব্রিটিশ শাসন আমলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এ দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে উক্ত স্থানে তাঁর পিতার নামে একটি হাই স্কুল রয়েছে।

Home of Ramesh Chandra Majumder

Ramesh Chandra Majumdar was born in the Khandarpar village of the Muksudpur Upazila in 1882. After the partition of India, this eminent soul left Bangladesh, and later, became the Vice Chancellor of the Kolkata University. At present, there is a high school in the area dedicated to the memory of the father of Ramesh Chandra Majumdar.

জলির পাড়ের কাঁসা শিল্প

মুকসুদপুর উপজেলার জলির পাড় গ্রামের মানুষের এক সময় ঘুম ভাঙতো হাতুড়ির টুং টাং শব্দে। ভোর রাত থেকে শুরু হয়ে সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকতো ওই এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। কোনো কারখানায় তৈরি হতো পিতলের কলস, আবার কোথাও কাঁসার বাটি, কোনটিতে থালাসহ কাঁসা পিতলের বিভিন্ন আসবাবপত্র ও ঘর সাজানোর বিভিন্ন জিনিস। এই শিল্পের কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়া এবং প্লাস্টিক, মেলামাইন, সিরামিক ও স্টিলের তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এর চাহিদা কমে গেছে। এছাড়াও মজুরি কম হওয়ার কারণে নতুন করে কেউ আর এই পেশায় আসতে চান না।

Brass Industry of Jolirpar

Once upon a time the people of Jolirpar village of Muksudpur upazilla woke up with the twang of the hammer. Thousands of villagers were busy with their work from dawn to dusk. In some factories, pitchers of brass were made, in other industries several furniture and elements of room decoration along with dishes of brass were made. The demand of the brass has reduced because of the high price of the raw materials and also because of the increased use of plastic, melamine, ceramic and other things made from steel. Besides, no one wants to come to this profession because of low wage.

জমিদার গিরিশ চন্দ্র সেনের বাড়ি

কাশিয়ানী পুরানো রেল স্টেশনের পার্শ্ববর্তী পূর্ব-পশ্চিমমুখী রাস্তা ধরে পূর্ব দিকে সামান্য অগ্রসর হলেই চোখে পড়বে বিশালাকৃতির পুকুর আর জমিদার গিরীশ চন্দ্র সেনের বাড়ি। ইংরেজি U-প্যাটার্নের দক্ষিণমুখী বাড়িটি সহজেই দেশি বিদেশি পর্যটকদের নজর কাড়ে। নয়নাভিরাম এই বাড়িটির মধ্য অংশ ছিল দ্বিতল বিশিষ্ট এবং তারই লাগোয়া দুপাশে ছিল একতলা বিশিষ্ট ভবন। সাদা রঙের জমিদারি ভবনটি এখনো মোটামুটি সুরক্ষিত রয়েছে। বাড়িটির বামপাশে ছিল একতলা ভবনবিশিষ্ট মন্দির এবং ডান পাশে ছনের ছাউনি দিয়ে কাছারি। জমিদার বাড়ির বিশালাকার পুকুরটি ছিল সুশোভিত। শান বাঁধান পুকুরটি নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়েছে এলাকার জনগণকে। বাড়িটি বর্তমানে কাশিয়ানী উপজেলার ভূমি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

House of land-lord Girish Chandra Sen

If one would care to walk for a couple of minutes from the Kashiani old rail station along the road running east towards west - one would come across a huge pond and an old jamindar house - belonging to Zamindar Girish Chandra Sen. Still this U-patterned south-facing white building draws attention of the tourists from home and abroad. The middle part of this building was two storeyed type and adjacent to its both sides there were two one-storeyed building. This white Zamindar Bari is still in good condition. A pristine temple was meticulously erected at left side and there was a Kachari Ghar (a public meeting place in a landlord's house) just at the right side of the building. Being exquisitely decorated, the pond selflessly served the common people of the adjacent areas. Now this aristocratic building of Girish Chandra Sen is being used as Upazila Land Office, Kashiani.

টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়ার ভাসমান সবজি চাষ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এ পদ্ধতিতে সবজি চাষে বাড়তি আয়ের মুখ দেখছেন এ এলাকার কৃষকেরা। রাখিলাবাড়ি, বেলেডাঙ্গা, ভেন্নাবাড়ি মিত্রডাঙ্গা, জোয়ারিয়া, পাথরঘাটা, চাপরাইল, গোপালপুর, রূপাহাটিসহ বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা বর্ষা মৌসুমে ব্যাপকহারে ভাসমান ধাপে মসলা ও সবজি চাষ করছেন। এখানে প্রায় কয়েক হাজার কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষভাবে ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা চাষে জড়িত।

Floating Vegetables cultivation at Tungipara & Kotalipara

Cultivating vegetables in this way with the help of Department of Agricultural Extension, the people of this area earn more. The farmers of different villages including Rakhilabari, Beledanga, Vennabari, Mitradanga, Joariya, Pathorghata, Chaprail, Gopalpur, Rupahati etc are cultivating vegetables on the floating steps. Here some thousands of farmers are directly involved to cultivate vegetables in this floating cultivating system.

কোটালীপাড়ার সুস্বাদু তরমুজ

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার কলাবাড়ি, চিতলীয়া, বুরুয়া, নলুয়া, মাছপাড়া, তেতুলবাড়ি, কুমুরিয়া, রুথিয়ার পাড়, হিজলবাড়ি, চক পুকুরিয়াসহ প্রায় ২০টি বিলে সম্প্রতি তরমুজের চাষ হচ্ছে। এখানে উৎপাদিত তরমুজ খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু।

Delicious Melon of Kotalipara

In almost twenty beels including Kalabari, Chitaliya, Buruya, Nalua, Machhpara, Tetulbari, Kumuriya, Ruthiyarpar, Hijalbari, Chak Pukuriya of Kotalipara upazila in Gopalganj the cultivation of melon is recently going on. The melon produced here is sweet and delicious.

দেশী মাছের অভয়ারণ্য Sanctuary of Indigenous Fish

গোপালগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে আছে বাওড়, বিল এবং নীচু জলাশয়। বর্ষাকালে এসব এলাকা পানিতে নিমজ্জিত থাকে। এসময় এসব বাওড় এবং বিলে ঝাঁকে ঝাঁকে দেশীয় নানা প্রজাতির মাছ ধরা পড়ে। এর মধ্যে খলসে, দেশি পুঁটি, খয়রা, বাইন, টেংরা, শিং, টাকি, শোল, গজার, বোয়াল, চিংড়ি, আইড়, মলা, রয়না, ফলি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে বর্ণি বাওড়, বাঘিয়ার বিল, নিজড়া, পাতিলাডাঙ্গা, ঘাঘর ইত্যাদি এলাকা দেশীয় মাছের অভয়ারণ্য হিসাবে বিবেচিত।

There are lots of lakes, marshy land and lower swam in the vast area of Gopalganj district. During rainy season, these areas are submerged under water. During this time, flock of various indigenous fish are caught from these swamp and marshy land. Among these species of fishes are conspicuous such as Kholse, Homespur Puti, Khoira, Bain, Tengra, Shing, Taki, Shole, Gojar, Plaice, Prawn, Ayre. Mola. Royna. Foli are mentionable. Specially Borni Baor, Bagiar Beel, Nijra, Patiladanga, Ghagor etc regions are known as the sanctuary of indigenous fishes.

শিক্ষায় গোপালগঞ্জ

Educational Institutions

শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ

গোপালগঞ্জ জেলা সদরে অবস্থিত মেডিকেল কলেজটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মা শেখ সায়েরা খাতুনের নামে নামকরণ করা হয়েছে। চিকিৎসা বিষয়ক এই প্রতিষ্ঠানটি সরাসরি সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। এটি ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ৫ বছর মেয়াদি এম.বি.বি.এস শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। এ কলেজে প্রতিবছর ৫২ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়ে থাকে।

Sheikh Sayera Khatun Medical College

This is a government run medical college under Ministry of Health and Family Welfare. The College was established in 2012 at Gopalganj district headquarters. It is named after the mother of our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Every year 52 students are enrolled in 5-year MBBS course.

শেখ হাসিনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

গোপালগঞ্জের পিছিয়ে থাকা নারীদের শিক্ষা বিস্তার ও বিকাশের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদিচ্ছা ও সম্মতিক্রমে মাননীয় সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম এর পৃষ্ঠপোষকতায়, জনাব শেখ ইউসুফ হারুন, তৎকালীন জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে পুরাতন ও পরিত্যক্ত জেলা কারাগারস্থলে শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপিত হয়।

Sheikh Hasina Govt. Girls' High School & College

Sheikh Hasina Govt. Girls' High School & College was established in place of the former old and dilapidated District Jail with a view to facilitating the promotion and development of education among the marginalized women of Gopalganj. With the interest of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, with patronization of Mr. Sheikh Fazlul Karim Selim, MP and overall supervision of Mr. Sheikh Yousuf Harun, former Deputy Commissioner, Gopalganj, the institution saw the light of the day in January 2010.

এস. এম (সীতানাথ মথুরানাথ) মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

ব্রিটিশ শাসনামলে গোপালগঞ্জ ছিল রাণী রাসমনির এস্টেটের আওতায়। সীতানাথ বাবু ছিলেন রাণী রাসমনির একজন নায়েব। নায়েব সীতানাথ বাবুর নামানুসারে ১৯২০ খ্রি. প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সরকারি বঙ্গবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের স্থলে সেন্ট মথুরানাথের নামে একটি মিশন স্কুল ছিল। মথুরানাথ বাবু ছিলেন একজন খ্রিস্টান সাধু। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর প্রচুর অবদান ছিল। ঐ বিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পড়তেন। পাকিস্তান আমলে ঐ স্থলে কায়েদ-এ-আযম কলেজ (বর্তমানে সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হলে সেন্ট মথুরানাথের নামটি সীতানাথ একাডেমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিদ্যালয়ের নাম হয় সীতানাথ মথুরানাথ (এস.এম) মডেল হাই স্কুল। ১৯৭০ খ্রি. বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হয়।

S.M (Shitanath Mothuranath) Govt. Model High School

During the British Period, Gopalganj was under the estate of Rani Rashmoni. Mr. Shitanath was a Nayeb of Rani Rashmoni. In 1920, this institution was established as a primary school named after Mr. Shitanath. In place of the current Bangabandhu College, there was a mission school named after saint Mothuranath, a Christian saint. He had much contribution in spreading education. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Father of the Nation, studied in that school. During Pakistan period Quaid-e-Azam College (at present Govt. Bangabandhu College) was established in that place and the name of Mothuranath was added to. Shitanath Academy and this school was renamed as Shitanath Mothuranath (S.M) Model High School. It was nationalised in 1970.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

গোপালগঞ্জের মধুমতি নদীর তীরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুণ্য জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। জন্ম প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। ২০০১ সালের ৮ জুলাই জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে চারটি অনুষদ যথা: ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান, বিজনেস স্টাডিজ এবং মানবিক অনুষদে পাঁচটি বিভাগ যথাক্রমে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স, গণিত, ব্যবস্থাপনা ও ইংরেজি বিভাগ এবং প্রতিটি বিভাগে ৩২ জন করে মোট ১৬০ জন শিক্ষার্থী ও ১৩ জন শিক্ষক নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ সংখ্যা ৭, বিভাগ ৩১, ইনস্টিটিউট ২, শিক্ষক ১৫০, শিক্ষার্থী ৫,৪০০, আবাসিক হল ৫ টি। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান, গবেষণা এবং সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধপরিকর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ মনে প্রাণে ধারণ করে, তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের অংশীদার হতে অঙ্গীকারবদ্ধ এ বিশ্ববিদ্যালয়।

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman University of Science and Technology

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman University of Science and Technology is one of the emerging universities of Bangladesh standing on the bank of the Madhumati at the proud birthplace of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rhaman. The university is striving to create a distinctive blend of teaching, research and creative excellence.

Established by an act of Parliament in 2001, the university had to struggle a lot to come to its present shape and reputation. Overcoming all the obstacles the university started its activities with 4 faculties, five departments, 13 teachers, 160 students and 3 residential halls for the students. At present the university consists of 7 faculties, 31 departments, 150 teachers, 5400 students and 5 residential halls for the students.

The vision of this university is to create new areas of knowledge and disseminate it to the nation through its students. The university is spreading its horizon with its vision of fulfilling the dream of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman .

সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ

১৯২৫ সালের পূর্ববর্তী সময়ে বৃটিশ শাসন আমলে গোপালগঞ্জ মাদারীপুর মহকুমাধীন থাকা অবস্থায় যশোর জেলার কোর্ট-চাঁদপুর নৌ-হাটা হতে এডভোকেট মথুরানাথ বোস খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য গোপালগঞ্জ আসেন। বাবু মথুরানাথ বোস সর্বপ্রথম রেভারেন্ড জে, এল, সরকারের বাসভবনের সন্নিকটে পন্ডিত জ্ঞান চন্দ্র বাইন-এর দ্বারা ছেলেদের জন্য একটা পাঠশালা স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে উক্ত স্থানেই এম. এন. ইনস্টিটিউশন (হাই স্কুল) স্থাপিত হয়, যা মিশন স্কুল নামে পরিচিত ছিল। ১৯৪২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ মিশন স্কুল হতে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিম উদ্দিন গোপালগঞ্জ আগমন করেন। তৎকালীন মিশন স্কুল মাঠে এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনসভায় গোপালগঞ্জ মহকুমাবাসীদের পক্ষ থেকে গভর্ণর জেনারেলকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেয়া হলে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান বেঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে উক্ত টাকার সাহায্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গোপালগঞ্জ শহরে একটি কলেজ স্থাপনের দাবি জানান। গভর্ণর জেনারেল টাকার তোড়াটি গোপালগঞ্জ মহকুমার জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়ের জন্য প্রদান করেন। পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উক্ত টাকার দ্বারা শহরে একটি কলেজ স্থাপন করেন। কলেজের নামকরণ করা হয় কায়েদে আযম মেমোরিয়াল কলেজ। ১৯৭১ সালে কলেজটির নামকরণ করা হয় বঙ্গবন্ধু কলেজ। ১৯৭৪ সালে কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৯৬ সালে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু হয়। বর্তমানে ১৭ টি বিভাগ রয়েছে; এর মধ্যে ১৩টি বিভাগে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে। কলেজটিতে বর্তমানে (২০১৮) প্রায় ২০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত।

Govt. Bangabandhu College

Before 1925, during the British period when Gopalganj was under Madaripur Sub-Division, advocate Mothuranath Bose came to Gopalganj from Nouhata, of Court-Chandpur of Jessore district for preaching Christian religion. At first, Mr. Mothuranath Bose established a 'Pathshala' (school for children) by scholar Gyan Chandra Bain for the male student adjacent to the home of Reverend J.L. Sarker. Afterwards, M.N. Institution (High School) was established in that place and it was known as Mission School. Sheikh Mujibur Rahman passed his matriculation in 1942 from this Mission School. After that, the then Governor General of Pakistan Khaja Najimuddin came to Gopalganj in 1949. A reception ceremony was arranged in the premises of the then Mission School. Governor General was offered a bouquet of money from the inhabitants of Gopalganj Sub-Division. The then student leader Sheikh Mujibur Rahman standing on the bench demanded that the money should be spent for establishing a college in Gopalganj. Governor General acceped the proposal. Afterwards, the leading persons of Gopalganj established a college (Quaid-e-Azam College) by that money in the town. The college was renamed as Bangabandhu College in 1971. It was nationalised in 1974. Honours course was launched in this college in 1996. At present (2018) there are 17 departments among which 13 departments run Honours and Masters courses. About 20,000 students are studying in the college.

বীণাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

জমিদারি প্রথার সময় গোপালগঞ্জ ছিল মকিমপুর পরগনার অন্তর্গত। তৎকালীন জমিদার রাজচন্দ্র দাস ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী। তিনি ১৯৩০ সালে গোপালগঞ্জের নারী শিক্ষা বিস্তারে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। জমিদার রাজচন্দ্রের মাতা বীণাপাণি দাসের নামানুসারেই বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় বীণাপাণি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখে বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হয়।

Binapani Govt. Girls' High School

Gopalganj was under Mukimpur Pargana during the Zamindar period. Zamindar Rajchandra Das had a great thirst for knowledge. He wanted to promote female education and established Binapani Girls' High School in 1930, after the name of his mother Binapani Das. This was nationalised on February 01, 1970.

শেখ ফজিলাতুন্নেছা সরকারি মহিলা কলেজ

১৯৮৫ সালে গোপালগঞ্জ মহিলা মহাবিদ্যালয় নামে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজটিতে স্নাতক (পাস) কোর্স এবং ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে এইচ,এস,সি (বি,এম) কোর্সে কম্পিউটার অপারেশন শাখা চালু করা হয়। ১৯৯৬ সালে কলেজের নাম পরিবর্তন করে শেখ ফজিলাতুন্নেসা মহিলা কলেজ নামকরণ করা হয়। অতঃপর ০৩ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে কলেজটি সরকারিকরণ করা হয়। বর্তমানে কলেজে রয়েছে সুদৃশ্য ক্যাম্পাস, দুটি চার তলা বিশিষ্ট শিক্ষা ভবন, একটি চার তলা প্রশাসনিক ভবন, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, তিনটি বিষয়ে স্নাতক কোর্স, দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলী এবং তিন হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী।

Sheikh Fazilatunnesa Govt. Girls' College

The college set forth its glorious journey in 1985 having the name Gopalganj Mahila Mahabidyalay. In 1990-91 academic year the college started rendering graduate (pass) courses and since 1995-96, has been providing HSC (BM) courses. In 1996 the college was renamed according to the name of Sheikh Fazilatunnesa, wife of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. It was nationalised on 3rd March 1997. Now the college has large spacious campus, two four-storeyed academic buildings, one four-storeyed administrative building, two hostels, modern computer lab, science laboratories, resourceful library, Honours courses in three disciplines, well-trained qualified teachers and more than three thousand students.

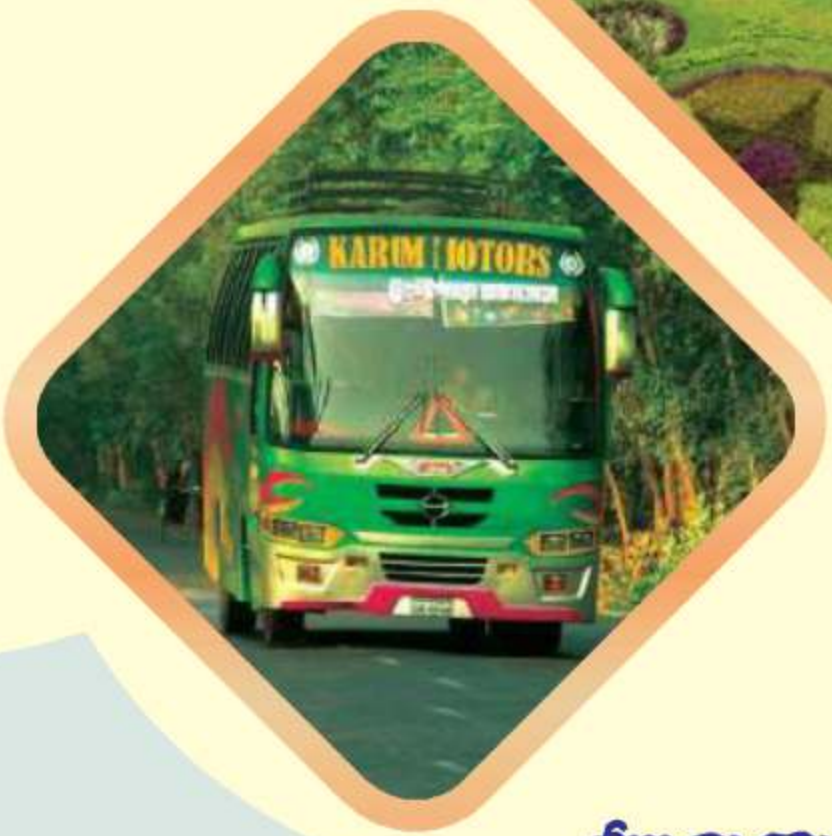

জাতির পিতার জন্মভূমি ★ গর্বিত গোপালগঞ্জ

★ এক তর্জনীর নির্দেশ ★

স্বাধীন হলো বাংলাদেশ

আবাসন ও যোগাযোগ

Hotel/Motel/Rest House & Communication

আবাসন ব্যবস্থা Hotel/Motel/Rest House

সরকারি স্থাপনা (Govt. establishments)

সার্কিট হাউস, গোপালগঞ্জ
কক্ষের সংখ্যা : ২১ টি
ভিভিআইপি : ০২
ভিআইপি : ১৩ টি
সাধারণ : ০৭ টি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ
কক্ষের সংখ্যা : ০৩ টি
ভিআইপি : ০৩ টি

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ
কক্ষের সংখ্যা : ০৪ টি
ভিআইপি : ০৪ টি

গণপূর্ত অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ
কক্ষের সংখ্যা : ০৫ টি
ভিআইপি : ০২ টি
সাধারণ : ০৩ টি

পানি উন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ
কক্ষের সংখ্যা : ০৩ টি
ভিআইপি : ০২ টি
সাধারণ : ০১ টি

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ
কক্ষের সংখ্যা : ০৩ টি
ভিআইপি : ০২ টি
সাধারণ : ০১ টি

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, গোপালগঞ্জ
কক্ষের সংখ্যা : ০৩ টি
ভিআইপি : ০৩ টি

পর্যটন মোটেল, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
ফোন : ৬৬৮৬৩৪৯, মোবাইল : ০১৭১০০৭০০৮৭

বিজয় রেস্ট হাউজ, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
ফোন : ৬৬৮১২০৪

Circuit House, Gopalganj
Number of rooms : 21
VVIP : 02
VIP : 13
Simple : 7

LGRD, Gopalganj
Number of rooms : 3
VIP : 03

Roads and Highway Department, Gopalganj
Number of rooms : 4
VIP : 04

Public Works Department, Gopalganj
Number of rooms : 5
VIP : 02
Simple : 03

Water Development Board, Gopalganj
Number of rooms : 3
VIP : 02
Simple : 01

Public Health Engineering Department, Gopalganj
Number of rooms : 3
VIP : 02
Simple : 01

Rural Electrification Board, Gopalganj
Number of rooms : 3
VIP : 03

Parjatan Motel, Tungipara, Gopalganj
Phone: 6686349, Mobile : 01710070087

Bijoy Rest House, Tungipara, Gopalganj
Phone : 6681204

বেসরকারি আবাসন

ব্র্যাক, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ
কক্ষ সংখ্যা : ০২ টি
মোবাইল : ০১৭১১২১১৭৯৯

ওয়াইডব্লিউসিএ, কুয়াডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ
মোবাইল : ০১৯১৫-৮৭৮২৯২

ওয়াইএমসিএ, কুয়াডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ
মোবাইল : ০১৯২৩-৮৬৪৪২৭

সিসিডিবি, বেদগ্রাম, গোপালগঞ্জ
ফোন : ৬৬৮৫৪১৫, মোবাইল : ০১৭১৫১৫৩৩৫২

হোটেল জিমি, ডিসি রোড, গোপালগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭১২-০৯৪১৪২

হোটেল রাজ, বঙ্গবন্ধু সড়ক, গোপালগঞ্জ
ফোন : ৬৬৮৫৫১৭২, মোবাইল : ০১৭২৫-৩৬৭০০৯

হোটেল রিফাত, চৌরঙ্গী রোড, গোপালগঞ্জ
ফোন : ৬৬৮৫৬২৪, মোবাইল : ০১৭২৫-৫৯৪৪০৪

পলাশ গেস্ট হাউজ, ডিসি রোড, গোপালগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭২২৫৫৫০৪১

হোটেল সোহাগ, পোস্ট অফিস মোড়, গোপালগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭২৪-৮২১১৭৩

হোটেল হিসাম, লঞ্চঘাট, গোপালগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫৭৫১

হোটেল নিগি, কাঁচা বাজার, গোপালগঞ্জ
মোবাইল : ০১৮২৮-১৪৪০৮৮

Brac, Gopalganj
Number of rooms : 2
Mobile : 01711211799

YWCA, Kuadanga, Gopalganj
Mobile: 01915-878292

YMCA, Kuyadanga, Gopalganj
Mobile: 01923-864427

CCDB, Bethgram, Gopalganj
Phone: 6685415, Mob: 01715153352

Hotel Jimi, DC Road, Gopalganj
Mobile: 01712-0941423

Hotel Raj, Bangbandhu Road, Gopalganj
Phone: 66855172, Mob: 01725-367009

Hotel Rifat, Chowrangi Road, Gopalganj
Phone: 6685624, Mob: 01725-594404

Polsah Guest House, DC Road, Gopalganj
Mobile: 01722555041

Hotel Shohag, Post Office Moor, Gopalganj
Mobile: 01724-821173

Hotel Hisam, Launchghat, Gopalganj
Mobile: 01712-685751

Hotel Nigi, Kachabazar, Gopalganj
Mobile: 01828-144088

যোগাযোগ Communication

ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জ যাতায়াত ব্যবস্থা

বর্তমানে ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জ যাতায়াতের দুটি রুট চালু রয়েছে। একটি হলো ঢাকা-শিমুলিয়া ঘাট (মাওয়া ঘাট, মুন্সিগঞ্জ)-কাঠালবাড়ি ঘাট (মাদারীপুর) ফেরি পার হয়ে ভাঙ্গা (ফরিদপুর)-গোপালগঞ্জ। অন্যটি ঢাকা-মানিকগঞ্জ-পাটুরিয়া ঘাট-দৌলতদিয়া ঘাট (গোয়ালন্দ, ফরিদপুর) ফরিদপুর হয়ে গোপালগঞ্জ। ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জ জেলায় সড়ক পথে যাতায়াত করতে সময় লাগে ৫ থেকে ৫:৩০ ঘন্টা, তবে ফেরি পারাপারের সময় যানজট থাকলে সময় বেশি লাগে। গুলিস্তান, গাবতলী ও সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল থেকে বেশ কয়েকটি বাস গোপালগঞ্জের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। এ বাসগুলোর মধ্যে গোল্ডেন লাইন, সেবা গ্রীণ লাইন, টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস, ইমাদ পরিবহন, বিআরটিসি ও দোলা পরিবহন অন্যতম।

There are two common routes available for all to travel from Dhaka to Gopalganj. These are, Dhaka - Shimulia Ghat (Mawa Ghat, Munshiganj) - Kathalbari Ghat (Madaripur) - Bhanga (Faridpur) - Gopalganj and Dhaka - Manikganj - Paturia - Dawlotia Ghat (Rajbari) - Bhanga (Faridpur) - Gopalganj. Generally it takes 5 to 5.30 hours to reach Gopalganj from Dhaka by road. At times crossing Padma river by ferry service consumes more time due to traffic jam at ghats, strong current in the river and fog in winter. Among the bus services Golden Line, Sheba Green Line, Tungipara Express, Dola Paribahan, Emad Paribahan etc. are running regularly in this route.

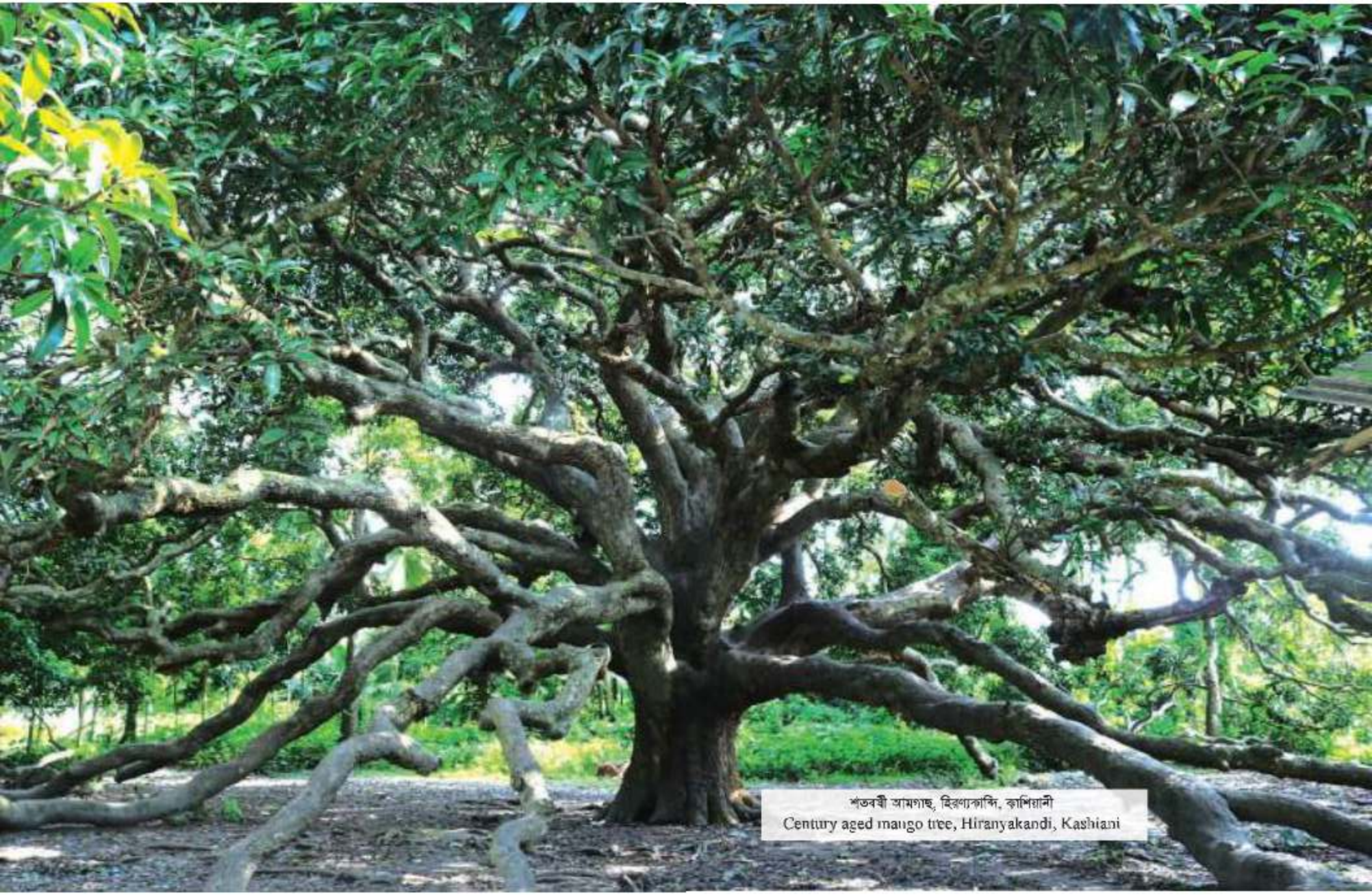

শতবর্ষী আমগাছ, হিরণ্যকান্দি, কাশিয়ানী
Century aged mango tree, Hiranyakandi, Kashiani

অনিন্দ্য সুন্দর গোপালগঞ্জ

Gopalganj: Beauty beyond description

অনিন্দ্য সুন্দর গোপালগঞ্জ
Gopalganj: Beauty beyond description

উন্নয়ন পরিক্রমা

Development Activities

রেলওয়ে স্টেশন, কাশিয়ানী | Railway Station, Kashiani

এ্যাসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিঃ, গোপালগঞ্জ সদর | Essential Drugs Company Ltd., Gopalganj Sadar

গোপালগঞ্জ পিটিআই, ঘোনাপাড়া, গোপালগঞ্জ সদর | Gopalganj PTI, Ghonapara, Gopalganj Sadar

মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, গোপালগঞ্জ সদর | Women's Sports Complex, Gopalganj Sadar

শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঘোনাপাড়া, গোপালগঞ্জ সদর
Sheikh Rehana Textile Engineering College, Ghonapara, Gopalganj Sadar

১০ কিলোওয়াট এফ. এম বেতার কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ সদর
10 KW F.M. Radio Transmission Center, Gopalganj Sadar

শেখ ফজলুল হক মণি স্মৃতি মিলনায়তন, গোপালগঞ্জ সদর
Sheikh Fazlul Haque Moni Memorial Auditorium, Gopalganj Sadar

গোপালগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঘোনাপাড়া, গোপালগঞ্জ সদর
Gopalganj Technical Training Center (TTC), Ghonapara. Gopalganj Sadar

বিআরটিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, টুঙ্গিপাড়া
BRTC Training Institute, Tungipara

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ঘোনাপাড়া, গোপালগঞ্জ সদর
Sheikh Fazilatunnesa Mujib Eye Hospital & Training Institute, Ghonapara, Gopalganj Sadar

শেখ ফজলুল হক মণি স্টেডিয়াম, গোপালগঞ্জ সদর | Sheikh Fazlul Haque Moni Stadium, Gopalganj Sadar

মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ সদর | Fisheries Diploma Institute, Gopalganj Sadar

শহীদ শেখ জামাল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টুঙ্গিপাড়া | Shahid Sheikh Jamal Youth Training Center, Tungipara

শেখ রাসেল শিশু পার্ক, গোপালগঞ্জ পৌরসভা | Sheikh Russel Children's Park, Gopalganj Municipality

শেখ রাসেল পৌর শিশু পার্ক, টুঙ্গিপাড়া | Sheikh Russel Pouro Children's Park, Tungipara

বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট অব লিবারেশন ওয়ার এন্ড বাংলাদেশ স্টাডিজ, টুঙ্গিপাড়া
Bangabandhu Institute of Liberation War & Bangladesh Studies, Tungipara
শেখ হাসিনা কৃষি ইনস্টিটিউট, টুঙ্গিপাড়া
Sheikh Hasina Agricultural Institute, Tungipara
বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ, টুঙ্গিপাড়া
Bangabandhu Education & Research Council, Tungipara

সুইমিং পুল ও জিমনেশিয়াম, গোপালগঞ্জ সদর | Swimming Pool & Gymnasium, Gopalganj Sadar

শেখ কামাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম, গোপালগঞ্জ সদর | Sheikh Kamal Cricket Stadium. Gopalganj Sadar

হর্টিকালচার সেন্টার, রাতইল, কাশিয়ানী | Horticulture Center, Ratoil, Kashiani

১০০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্লান্ট, গোপালগঞ্জ সদর
100 MW Peaking Power Plant, Gopalganj Sadar

শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, টুঙ্গিপাড়া
Sheikh Russel Destitute Children Training & Rehabilitation Center, Tungipara

চাপাইল সেতু, গোপালগঞ্জ সদর | Chapail Bridge, Gopalganj Sadar

শেখ লুৎফর রহমান সেতু, টুঙ্গিপাড়া | Sheikh Lutfar Rahman Bridge, Tungipara

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটালীপাড়া
Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation & Rural Development, Kotalipara

আলোকচিত্রে জেলা প্রশাসনের কার্যক্রম

District Administration Activities in Photographs

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টুঙ্গিপাড়ার বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসন আয়োজিত শিশু সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বই মেলা উদ্বোধন করেন।

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates the Children's gathering, cultural program and book fair in the premise of Bangabandhu Mausoleum at Tungipara on the 98th Birth Anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day organized by the Ministry of Women and Children Affairs and the District Administration, Gopalganj.

১৭ই মার্চ ২০১৮ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন কর্তৃক টুঙ্গিপাড়ায় আয়োজিত শিশুদের আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, হাতের লেখা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina distributes prizes among the winners of the recitation, drawing, handwriting and cultural competition of children organized by the District Administration at Tungipara on the 98th Birth Anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day on 17th March, 2018.

মাতা-পিতা, শিক্ষক ও গুরুজনে শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রায়োগিক শিক্ষার জন্য জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠান 'মা-গো তোমার চরণ তলে'

'Mago Tomar Charon Tole' (At Your Feet Mom) organized by the District Administration, Gopalganj for practical learning of reverence for parents, teachers and elders.

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত 'মা-গো তোমার চরণ তলে' অনুষ্ঠানে মাতা-পিতা, শিক্ষক ও গুরুজনে শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রায়োগিক শিক্ষার অংশ হিসেবে পরম শ্রদ্ধায় মায়ের পা ধুয়ে দিচ্ছে শিশুরা।

Children wash their mothers' feet with utmost respect during the occasion 'Mago Tomar Charon Tole' (At Your Feet Mom) organized by the District Administration, Gopalganj for practical learning of reverence for parents, teachers and elders.

জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন জনাব কবির বিন আনোয়ার, মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

Chief Guest Kabir Bin Anwar, Director General (Administration), Prime Minister's Office graces the inaugural ceremony of Digital Innovation Fair-2018 organized by District Administration, Gopalganj.

সবুজ বাংলাদেশ গড়তে একটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করছেন জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার।

In order to build green Bangladesh, Mohammad Mukhlesur Rahman Sarker, Deputy Commissioner of Gopalganj, plants a tree at a school premise.

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে সমবেতভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

The national flag is formally hoisted with the national anthem on the ceremony of Independence and National Day.

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার মুক্ত আকাশে বর্ণিল বেলুন উড়ানোর মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস- ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন।

The ceremony of the Independence and National Day-2018 is inaugurated through flying colorful balloons in the free sky of Golden Bengal of Bangabandhu.

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস- ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত শিশু কিশোর সমাবেশে অংশগ্রহণকারী জেলা প্রশাসন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।

Distinguished guests distribute the prizes among the students of Zela Proshasan School and College on the Independence and National Day-2018.

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মাদক বিরোধী ফুটবল টুর্নামেন্ট 'ডিএনসি কাপ- ২০১৭'

With the assistance of Department of Narcotics Control (DNC), District Administration, Gopalganj organizes anti-drug football tournament 'DNC Cup-2017'

মধুমতি জোনের চ্যাম্পিয়ন গোপালগঞ্জ জেলা কাবাডি দলের খেলোয়াড়দের সাথে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

Distinguished guests with the players of Gopalganj District Kabadi team, the Champion of the Modhumoti Zone

ক্ষুধার জ্বালায় যেন কোন শিশু বিদ্যালয় গমন থেকে বিরত না হয় কিংবা ক্লাসে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ না হয় সেজন্য 'মিড ডে মিল' ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে শিশুদের মাঝে টিফিনবক্স বিতরণ করা হচ্ছে

As part of mid day meal arrangement, Tiffin boxes are being distributed so that no student abstains from school or fails to pay attention in the classroom.

District Administration Family

The Guardian of the Family

Mr. K M Ali Azam
Divisional Commissioner
Dhaka Division

Mohammad Mukhlesur Rahman Sarker
Deputy Commissioner
Gopalganj

Kalachand Sinha
Deputy Director
Local Government

Md. Jahangir Hossain
Additional Deputy Commissioner

Md. A Jalil
Additional Deputy Commissioner

Shanti Moni Chakma
Additional Deputy Commissioner

Abdullah Al Baki
Additional Deputy Commissioner

Mst. Shammy Akter
Upazila Nirbahi Officer
Gopalganj Sadar

A. S. M. Niyeen Uddin
Upazila Nirbahi Officer
Kashiani

Mst. Taslima Ali
Upazila Nirbahi Officer
Maksudpur

S. M Mahfuzur Rahman
Upazila Nirbahi Officer
Kotalipara

Md Nakib Hasan Tarafder
Upazila Nirbahi Officer
Tungipara

Md. Mahbub Jamil
Asst. Commissioner

Md. Al-Muktadir Hossain
Asst. Commissioner (Land)
Kashiani

Mohammad Ullah
Asst. Commissioner (Land)
Tungipara

Md. Akter Hossain Shishir
Asst. Commissioner (Land)
Maksudpur

Md. Shahadat Hossain
Asst. Commissioner (Land)
Gopalganj Sadar

Md. Mehedi Morshed
Asst. Commissioner (Land)
Kotalipara

Md.Abdullah Al Mamun
Asst. Commissioner

Mohsin Uddin
Asst. Commissioner

Antara Halder
Asst. Commissioner

Ahmed Sabbir Sazzad
Asst. Commissioner

Krishnaa Roy
Asst. Commissioner

Afia Sharmin
Asst. Commissioner

Amit Roy
Asst. Commissioner

Shovan Sarkar
Asst. Commissioner

জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জ
District Administration, Gopalganj
www.gopalganj.gov.bd